Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া

রোলঃ 23090120641

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া

রোলঃ 23090120641

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল মাওয়া, আইডিঃ 23090120641 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতুল মাওয়া

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল মাওয়া

আইডিঃ 23090120641

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

১.ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান 5

২.মানব জীবনে পিতা-মাতার অবদান 6

৩ লেখার উদ্দেশ্য 6

৪. আলোচনার পরিধি 6

ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা 8

১.কুরআনের আলোকে পিতামাতার গুরুত্ব 8

২.হাদিসের আলোকে পিতামাতার গুরুত্ব 8

৩.পিতামাতার প্রতি নবীদের উদাহরণ 9

৪.সাহাবিদের উদাহরণ 11

সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য 13

১. পিতা-মাতার আদেশ পালন 13

২.পিতা-মাতার সঙ্গে কোমল ভাষায় কথা বলা 14

৩.পিতা-মাতার যত্ন ও সেবা 14

৪.পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা 15

৫. মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব 15

৬. পিতা-মাতার সম্পদে সন্তানের দায়িত্ব 16

৭.পিতা-মাতার বন্ধু ও আত্মীয়দের সম্মান করা 16

৮.পিতা-মাতার দোয়ার মূল্য 17

৯. পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 17

১০. সন্তানের আচরণে নম্রতা ও ধৈর্য 17

১১. আধুনিক সমাজে দায়িত্ব পালনের উপায় 18

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা ও তার পরিণতি 19

১.অবাধ্যতার সংজ্ঞা 19
২.কুরআনে অবাধ্যতার নিষেধাজ্ঞা 19
৩.হাদীসে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি 20
৪. অবাধ্যতার পার্থিব পরিণতি 21
৫. অবাধ্যতার আখিরাতের শাস্তি 21
৬. অবাধ্যতার রূপ 22
৭. অবাধ্য সন্তানদের প্রতি সতর্কতা 22
৮.অবাধ্যতার পর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা 22
৯. সমাজে অবাধ্য সন্তানের প্রভাব 23
১০.শিক্ষণীয় ঘটনা 23
১১.অবাধ্যতার নমুনা 24
আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার অবস্থান 28
১.আধুনিক জীবনে পারিবারিক দূরত্ব 28
২. আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা 29
৩.প্রযুক্তির যুগে সম্পর্কের দূরত্ব 29
৪.অর্থনৈতিক দায়িত্ব 29
৫.বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কৃতি 30
৬.আধুনিক শিক্ষা ও পারিবারিক মূল্যবোধ 30
৭.সমাজে পিতা-মাতার সম্মান পুনঃস্থাপন 31
৮.আধুনিক পিতা-মাতার করণীয় 31
৯. ইসলামী সমাজে পিতা-মাতার মর্যাদা 32
১০.ইসলামিক সমাধান 32
পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় 34
১. শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন 34

২. সেবা ও যত্ন নেওয়া..35
৩. আদেশ ও পরামর্শ মেনে চলা..35
৪. আর্থিক ও মানসিক সহায়তা..36
৫. দোয়া করা ও দোয়ার গুরুত্ব..36
৬. কষ্ট না দেওয়া ও রাগ না করানো..36
৭. সময় দেওয়া ও সম্পর্ক বজায় রাখা..37
৮. তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার..37
৯. ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা..37
১০. কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য ধারণ..38
১১.পিতামাতার মৃত্যুর পরও সন্তুষ্টি অর্জনের পথ..38
পিতামাতার প্রতি সন্তানের পূর্ণ দায়বদ্ধতা..39
১. পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন..39
২. সেবা ও যত্ন নেওয়া..39
৩. পিতামাতার আদেশ পালন ও পরামর্শ গ্রহণ..40
৪. আর্থিক দায়িত্ব পালন..40
৫. ভালো ব্যবহার ও কথার কোমলতা..41
৬. পিতামাতার দোয়া লাভ করা..41
৭. তাদের মন খারাপ না করা..41
৮. পিতামাতার দোয়া ও কবর পরিদর্শন..42
৯. তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা..42
১০. কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা..42
১১. তাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করা..43
পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা..44
১.পিতামাতার জন্য দোয়ার গুরুত্ব..44

২.দোয়ার মাধ্যমে বরকত লাভ 45

৩.কুরআন ও হাদিসের আলোকে দোয়া 45

৪.দোয়ার মাধ্যমে পিতামাতার প্রতি নেকি বৃদ্ধি 46

৫.পিতামাতার জন্য দোয়ার নিয়মাবলী 46

৬.পিতামাতার জন্য দোয়া ও বরকতের উদাহরণসমূহ 46

৭.দৈনন্দিন জীবনে দোয়ার ব্যবহার 47

৮.সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর দোয়া তালিকা (১০টি) 47

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার (সুন্দর আচরণ) 48

১.ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার 48

২. কষ্টের স্মরণ: 48

২.সদ্ব্যবহারের কিছু বাস্তব দিক 49

৩.সদ্ব্যবহারের সুফল 49

সদ্ব্যবহারে সহায়ক কর্মকাণ্ডসমূহ 50

১. আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা: 50

২. সদ্ব্যবহারের সুফল ও অবাধ্যতার কুফল সামনে রাখা: কেননা, (পিতামাতার আনুগত্যের) কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার অন্যতম বড় উপায় হল সদ্ব্যবহার করার ফলাফল সম্পর্কে জানা এবং তার উত্তম পরিণতি সামনে রাখা। 50

৩. অন্যসব মানুষের উপর পিতামাতার মর্যাদার বিষয়টি সামনে রাখা: 50

৪. পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে আত্মনিয়োগ করা: 51

৫. তালাকের অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা: 51

৬. পিতামাতার সততা: 51

৭. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া: 51

৮. সদ্ব্যবহার করার জন্য সন্তানদেরকে সহযোগিতা করা: 52

৯. সন্তান কর্তৃক তার নিজকে মাতাপিতার অবস্থানে রেখে চিন্তা করা: 52
১০. সদ্ব্যবহারকারী ও অবাধ্য সন্তানদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করা: 53
সদ্ব্যবহারের কিছু নমুনা কাহিনী 54
১. এই তো আল্লাহর নবী নূহ 'আলাইহিস্ সালাম। 55
২. তিনি হলেন একত্ববাদীদের নেতা ইবরাহীম। 55
৩.নবী ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম 'আলাইহিমাস্ সালাম,..56
৪. নবী 'ঈসা ইবন মারইয়াম। 57
কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য...63
১.পিতা মাতার প্রতিদান...63
২.পিতামাতার মাঝে দ্বন্দ্ব লাগলে সন্তানের করনীয়..63
৩.শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবা করার বিধান...64
৪.পিতামাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান 65
৫.অমুসলিম পিতামাতাকে দান 66
৬অমুসলিম পিতামাতার হেদায়েতের জন্য দোয়া 67
পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বশীলতা ও সমাজে প্রভাব 69
১.দায়িত্বশীল সন্তানের পরিচয় 69
২.পরিবারে দায়িত্বশীলতার প্রভাব..69
৩.সমাজে দায়িত্বশীল সন্তানের প্রভাব 70
৪.দায়িত্বশীলতার অভাবে সমাজে যে সংকট 70
৫.দায়িত্বশীল সন্তানের মাধ্যমে সমাজের পুনর্জাগরণ 70
৬.ইসলামি দৃষ্টিতে দায়িত্বশীলতার প্রতিদান 71
উপসংহার 72
শেষে বলা যায়: 74

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ، وَمَنْ نَعِمَ بِالْإِحْسَانِ دَعْوَتَهُمْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

পিতা-মাতা মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহ তায়ালা সন্তানের জন্মের মাধ্যম হিসেবে তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন। পৃথিবীতে একজন মানুষের অস্তিত্বের পেছনে তাঁদের অগণিত ত্যাগ, মমতা ও পরিশ্রম জড়িয়ে আছে।

তাই ইসলাম শুধু পিতা-মাতার সেবা নয়, বরং তাঁদের প্রতি অগাধ সম্মান ও দায়িত্ববোধকে ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আজকের সমাজে দেখা যায়, অনেক সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে। আধুনিক জীবনযাত্রা, ব্যস্ততা ও প্রযুক্তির প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে। তাই এই বিষয়টি নিয়ে লেখা সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

১.ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান

কুরআনুল কারিমে বহু জায়গায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

“তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তুমি শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।”

(সূরা ইসরা-২৩)

এ আয়াত থেকেই স্পষ্ট যে, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার আল্লাহর ইবাদতের পরপরই স্থান পেয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেনঃ

“আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে।”

(তিরমিযি)

অর্থাৎ, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই হলো জান্নাতের চাবি, আর তাঁদের কষ্ট দিলে তা হলো জাহান্নামের কারণ।

২.মানব জীবনে পিতা-মাতার অবদান

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক। শিশুর মুখে প্রথম উচ্চারিত শব্দ, হাঁটা শেখা, আচরণ ও নৈতিকতা,সবকিছু তাঁরা ভালোবাসা ও ধৈর্যের সাথে শেখান।

বিশেষত মা -যিনি দশ মাস গর্ভে ধারণ করেন, অসহ্য কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে জন্ম দেন।

আল্লাহ বলেনঃ

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করেছে।”

(সূরা লুকমান -১৪)

পিতা-মাতা দুজনেই সন্তানের জন্য ত্যাগের প্রতীক। তাই ইসলামে তাঁদের সম্মান শুধু সামাজিক নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি ইবাদত।

৩ লেখার উদ্দেশ্য

এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো-

ইসলামের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা তুলে ধরা।

সন্তানের প্রতি তাঁদের দায়িত্বগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি রোধে ইসলামিক দিকনির্দেশনা প্রদান।

সন্তানদের হৃদয়ে পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

৪. আলোচনার পরিধি

এই গ্রন্থে আমরা কুরআন ও সহিহ হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের করণীয়, অবাধ্যতার পরিণতি এবং আধুনিক যুগে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয় বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করব।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যেখানে প্রতিটি সম্পর্ককে মূল্য দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব শুধু পারিবারিক নয়, বরং এটি এক বিশাল ইবাদত। এই অধ্যায়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পিতা-মাতার সেবা করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, আর তাঁদের অবাধ্য হওয়া মানে আল্লাহর ক্রোধ আহ্বান করা।

ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা

ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিজের ইবাদতের পরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক ও সবচেয়ে বড় উপকারকারী। তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্ব ও জান্নাত লাভের উপায়।

১.কুরআনের আলোকে পিতামাতার গুরুত্ব

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি সম্পর্কের অধিকার নির্ধারিত। পিতা-মাতা সেই সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

আল্লাহ বলেন:

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করেছে।"

(সূরা লুকমান -১৪)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

"তুমি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।"

(সূরা ইসরা -২৩)

"আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও।"

(সূরা লুকমান -১৪)

২.হাদিসের আলোকে পিতামাতার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন:

"মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?"

তিনি বললেন: "তোমার মা।"

লোকটি বলল: "এরপর কে?"

নবী (সাঃ)বললেন: "তোমার মা।"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল: "এরপর কে?"

নবী (সাঃ)বললেন: "তোমার মা।"

লোকটি আবার বলল: “এরপর কে?”
নবী (সাঃ)বললেন: “তোমার বাবা।”
(বুখারী ও মুসলিম)
আরেক হাদীসে রাসূল (সাঃ)বলেন:
“পিতা জান্নাতের দরজাগুলির মধ্যবর্তী দরজা। তুমি চাইলে সেই দরজাকে নষ্ট করো অথবা সংরক্ষণ করো।”
(তিরমিযি)

৩.পিতামাতার প্রতি নবীদের উদাহরণ

আমাদের শেখায়, নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু দীন শিক্ষা দিতে আসেননি, তাঁরা নিজের জীবনের মাধ্যমে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও সেবারও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
নিচে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু নবীর জীবনের উদাহরণ দেওয়া হলো:
১.হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)
তাঁর পিতা আযার মূর্তি তৈরি করতেন ও মূর্তি পূজা করতেন।
তবুও ইবরাহিম (আঃ) পিতাকে অশ্রদ্ধা করেননি, বরং নরম ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন -

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

“হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না।” (সূরা মরইয়াম: ৪৪)
তিনি পিতাকে ভুল পথে দেখে কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু কখনো অসম্মান করেননি, এটিই পিতার প্রতি শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

২. হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)
পিতা ইবরাহিম (আঃ) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর পুত্রকে কোরবানি করছেন।
যখন তিনি তা পুত্রকে জানালেন, ইসমাঈল (আঃ) বিনা দ্বিধায় বললেন —

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

“হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশ পেয়েছেন, তাই করুন; ইনশাআল্লাহ, আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।” (সূরা আস-সাফফাত: ১০২)

তিনি পিতার আদেশ ও আল্লাহর নির্দেশে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এটি পিতার প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত।

৩. হযরত ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)
আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন —

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا

"তিনি ছিলেন পিতামাতার প্রতি অনুগত, জেদি বা অবাধ্য ছিলেন না।" (সূরা মরইয়াম: ১৪)
নবী ইয়াহইয়া (আঃ) ছোটবেলা থেকেই বিনয়ী, ভদ্র ও পিতামাতার প্রতি আদর্শ ছিলেন।

৪. হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)
তাঁর পিতা ছিলেন না, কিন্তু মাতা মারইয়াম (আঃ)-এর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও দয়া ছিল।
তিনি ছোটবেলায়ই বলেন —

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

"তিনি (আল্লাহ) আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন এবং আমাকে জালেম বা দুর্ভাগা করেননি।" (সূরা মরইয়াম: ৩২)
এ আয়াত প্রমাণ করে, নবী ঈসা (আঃ) মায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহশীল ছিলেন।

৫. হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)
তিনি বহু বছর পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।
পুনরায় দেখা হলে তিনি পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে সম্মানের সাথে সিংহাসনের উপর বসান এবং নিজের মাথা নত করে সালাম করেন।
"তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং সবাই তাঁর জন্য সেজদা করল।" (সূরা ইউসুফ: ১০০)
নবী ইউসুফ (আঃ) নিজের উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতি বিনয় প্রদর্শন করেছেন।
নবীগণ আমাদের দেখিয়েছেন

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, দয়া, বিনয় ও আনুগত্যই একজন মুমিনের চরিত্রের প্রধান সৌন্দর্য।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই

৪.সাহাবিদের উদাহরণ

পিতামাতার প্রতি সাহাবিদের আচরণ ছিল ইসলামী আদর্শের বাস্তব উদাহরণ। তাঁরা শুধু মুখে নয়, কাজে ও আচরণে পিতামাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করতেন। নিচে কিছু প্রসিদ্ধ সাহাবির উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)

তিনি পিতামাতার প্রতি অতুলনীয় ভক্তি ও আনুগত্য দেখিয়েছেন।

একবার তিনি পথ চলতে গিয়ে এক বেদুইন ব্যক্তিকে নিজের গাধায় চড়তে দেন এবং নিজের পাগড়ি খুলে তাকে দেন।

কেউ জিজ্ঞেস করল, “আপনি এ কাজ কেন করলেন?”

তিনি বললেন-

“এই লোকের বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার হলো,তাঁদের বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা।’”

(সহীহ মুসলিম)

২. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.)

তাঁর মা তখনও কাফির ছিলেন। একদিন মা দেখা করতে এলেন।

আসমা (রাযি.) দ্বিধায় পড়লেন — মুসলিম না হওয়ায় মা-কে দেখা করা কি ঠিক হবে?

নবী (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন -

“হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো।”

(সহীহ বুখারী)

এই ঘটনা প্রমাণ করে— ইসলাম পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়।

৩. হযরত উয়েস আল-কারনী (রহ.)

যদিও তিনি নবী (সাঃ)এর সাহাবি নন (তাবেয়ি), তবে তাঁর নাম নবী (সাঃ)বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি নবী (সাঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা অসুস্থ ছিলেন।

মা'কে রেখে মদিনায় না গিয়ে মায়ের সেবা করাকেই অগ্রাধিকার দেন।

নবী (সাঃ) বলেছিলেন —

"উয়েস আল-কারনী-এর জন্য তোমরা দোয়া প্রার্থনা করবে; কারণ তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত।"

(সহীহ মুসলিম)

৪. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাযি.)

তিনি বলতেন, "আমি কখনও আমার পিতার দিকে চোখ তুলে তাকাইনি, শ্রদ্ধার ভয়ে।"

এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা পিতা-মাতার প্রতি কতটা বিনয়ী ছিলেন।

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)

তিনি তাঁর মাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনেক দোয়া করতেন।

একদিন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এতে আবু হুরাইরা (রাযি.) এত খুশি হয়েছিলেন যে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন,

"হে আল্লাহ! আমার মা যেমন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তেমনি আবু হুরাইরা'র বংশধরদেরও ঈমান দান করো।"

(সহীহ মুসলিম)

সাহাবিরা পিতামাতাকে শুধু শ্রদ্ধা করতেন না, তাঁদের আরাম, সেবা, দোয়া ও সন্তুষ্টিকে নিজেদের জানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

অতএব, ইসলামে পিতা-মাতা পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাঁদের সন্তুষ্টিই জান্নাতের পথ, আর তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামের কারণ

সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি সম্পর্কের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। যেমন পিতা-মাতার ওপর সন্তানের দায়িত্ব আছে, তেমনি সন্তানের ওপরও পিতা-মাতার অধিকার রয়েছে।

একজন মুসলমানের ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হয়, যখন সে তার পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।

পিতা-মাতা আল্লাহ তায়ালার পরেই সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি।

তাঁদের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সেবা ও আনুগত্য শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি এক প্রকার ইবাদত।

কুরআন ও হাদীস উভয়েই বারবার এই দায়িত্বের ওপর জোর দিয়েছে।

১. পিতা-মাতার আদেশ পালন

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

“তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।”

(সূরা ইসরা -২৩)

এই আয়াত শুধু সদ্ব্যবহার নয়, আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়।

যদি পিতা-মাতা কোনো বিষয়ে আদেশ দেন যা ইসলামের সীমার মধ্যে থাকে, তবে সন্তানকে তা মানতে হবে।

তবে যদি তারা এমন কিছু আদেশ দেন যা ইসলামের বিরোধী (যেমন শিরক বা হারাম কাজে আহ্বান), তখন আল্লাহ বলেছেনঃ

“তারা যদি তোমাকে এমন কাজে প্ররোচিত করে, যাতে তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করো — তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ার বিষয়ে তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে আচরণ করো।”

(সূরা লুকমান -১৫)

অর্থাৎ, দ্বীনের বিষয়ে অমান্য করা যায়, কিন্তু আচরণে কখনো রূঢ়তা বা অসম্মান করা যায় না।

২.পিতা-মাতার সঙ্গে কোমল ভাষায় কথা বলা

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধার অন্যতম প্রকাশ হলো,কথাবার্তার ভদ্রতা ও নম্রতা।
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
“তুমি তাঁদের সঙ্গে ‘উফ’ বলো না এবং ধমক দিও না, বরং সম্মানের সঙ্গে কথা বলো।”
(সূরা ইসরা ১৭-২৩)
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেনঃ
“বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না — সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”
(তিরমিযি)
সন্তানের উচিত, পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলার সময় কণ্ঠ নিচু রাখা, বিরক্ত না হওয়া, এবং তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
এমনকি তাঁরা ভুল করলেও, সন্তান যেন বিনয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে, তর্ক নয়।

৩.পিতা-মাতার যত্ন ও সেবা

পিতা-মাতার যত্ন নেওয়া সন্তানদের প্রধান দায়িত্বগুলোর একটি।
বিশেষ করে বার্ধক্যে, যখন তাঁরা দুর্বল হয়ে যান, তখন সন্তানদের উচিত তাঁদের পাশে থাকা, যত্ন নেওয়া, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা করা।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেনঃ
“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার বার্ধক্যে তাঁদের সেবা করার সুযোগ পায়, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।”
(সহিহ মুসলিম)
মায়ের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের কর্তব্য আরও বড়, কারণ তিনিই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করেছেন।
এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করল,
“হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে কাঁধে তুলে হজ করিয়েছি। আমি কি তাঁর উপকার শোধ করতে পেরেছি?”
নবী (সাঃ)বললেন,

“না, এমনকি তার একবার প্রসব বেদনারও প্রতিদান তুমি দিতে পারোনি।”
(আহমদ)
এ থেকেই বোঝা যায়, পিতা-মাতার উপকারের প্রতিদান সম্ভব নয়।
তবে সন্তান যদি আন্তরিকভাবে তাঁদের সেবা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।

৪.পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা

কুরআনে আল্লাহ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেনঃ
“হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”
(সূরা ইসরা -২৪)
এই দোয়া প্রতিটি মুসলমানের মুখে থাকা উচিত।
জীবিত অবস্থায় হোক বা মৃত্যুর পর, সন্তান যেন প্রতিদিন তাঁদের জন্য দোয়া করে।
দোয়া হলো এমন একটি ভালোবাসা, যা মৃত্যুর পরও সম্পর্ককে অমর রাখে।
রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ
“মানুষ মারা গেলে তার সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি জিনিস ছাড়া।
.সদকায়ে জারিয়া
. উপকারী জ্ঞান এবং
.নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”
(সহিহ মুসলিম)
অতএব, পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা সন্তানের একটি স্থায়ী ইবাদত।

৫. মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব

ইসলামে পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয় না।
বরং আরও নতুন দায়িত্ব শুরু হয়।
রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ
“পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা যায়। সেটি হলো:

.তাঁদের জন্য দোয়া করা

. ক্ষমা প্রার্থনা করা

. তাঁদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা

. তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং

. তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা।”

(আবু দাউদ)

সন্তান যদি এসব কাজ করে, তবে মৃত পিতা-মাতা তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন।

৬. পিতা-মাতার সম্পদে সন্তানের দায়িত্ব

ইসলাম পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে।

যদি তাঁরা দরিদ্র বা অসুস্থ হন, তবে সন্তানের ওপর তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

“তুমি আত্মীয়দের তাদের অধিকার দাও।”

(সূরা ইসরা -২৬)

রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ

“তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতারই।”

(ইবন মাজাহ)

এই হাদীসের অর্থ হলো, পিতা যদি প্রয়োজনের সময় সন্তানের সম্পদ থেকে নেয়, সেটি অন্যায়ের শামিল নয়, বরং তা তাঁর অধিকার।

৭.পিতা-মাতার বন্ধু ও আত্মীয়দের সম্মান করা

রাসূলুল্লাহ স্(সাঃ)বলেছেনঃ

“পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সন্তানের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার।”

(মুসলিম)

অর্থাৎ, পিতা-মাতার বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ নেওয়া, তাঁদের সাহায্য করা, বা তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রাখা, এসব কাজেও সন্তানের প্রতি সওয়াব রয়েছে।

৮.পিতা-মাতার দোয়ার মূল্য

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

রাসূল (সাঃ)বলেনঃ

“তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুল হয়,

.রোজাদারের দোয়া

.মজলুমের দোয়া এবং

.পিতা-মাতার দোয়া।”

(তিরমিযি)

একজন সন্তানের সফলতা, শান্তি ও সুরক্ষা অনেকাংশেই নির্ভর করে তার পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দোয়ার ওপর।

৯. পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আল্লাহ বলেনঃ

“আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও।”

(সূরা লুকমান -১৪)

কৃতজ্ঞতা শুধু মুখে “ধন্যবাদ” বলা নয়; বরং তাঁদের জন্য সময় বের করা, উপহার দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, এগুলোই প্রকৃত কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

১০. সন্তানের আচরণে নম্রতা ও ধৈর্য

কখনো পিতা-মাতা রাগ করতে পারেন, ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু সন্তানকে সর্বদা ধৈর্য ধরতে হবে।

আল্লাহ বলেনঃ

“তুমি তাঁদের সঙ্গে নম্রভাবে আচরণ করো এবং দয়ার ডানা বিছিয়ে দাও।”

(সূরা ইসরা-২৪)
এই আয়াতের "দয়ার ডানা বিছানো" অর্থ হলো, পিতা-মাতার সামনে বিনয়ী থাকা, অহংকার না করা।

১১. আধুনিক সমাজে দায়িত্ব পালনের উপায়

আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেক সন্তান দূরে থাকে।
তবুও নিয়মিত ফোন করা, খবর নেওয়া, আর্থিক সহায়তা দেওয়া, চিকিৎসা খরচ বহন করা, বা সপ্তাহে একবার দেখা করা — এসব কাজও পিতা-মাতার সেবার অন্তর্ভুক্ত।
যদি কেউ বিদেশে থাকে, সে অনলাইন বা ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে, দোয়া করতে পারে, উপহার পাঠাতে পারে।
ইসলাম শুধু শারীরিক উপস্থিতি নয় ;ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধকেই প্রকৃত সেবা বলে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সীমাহীন।
জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁদের সম্মান, যত্ন ও দোয়া করা একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।
যে সন্তান এ দায়িত্ব পালন করে, তার জীবন বরকতময় হয়;
আর যে অবহেলা করে, তার জীবনে অশান্তি ও অনুতাপ লেগে থাকে।
ইসলাম আমাদের শেখায়,
"তোমার জান্নাত তোমার পিতা-মাতার পায়ের নিচে।"
অতএব, তাদের সেবা, দোয়া ও হাসি-খুশি রাখার মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম করা-ই সন্তানের সর্বোচ্চ দায়িত্ব।

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা ও তার পরিণতি

ইসলাম শান্তি, দয়া ও শ্রদ্ধার ধর্ম।

এই ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অতএব, পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা বা কষ্ট দেওয়া কোনো সাধারণ অপরাধ নয়;এটি আল্লাহর কঠোর ক্রোধের কারণ হতে পারে।

আজকের সমাজে দুঃখজনকভাবে দেখা যায়, অনেক সন্তান পিতা-মাতাকে উপেক্ষা করে, রূঢ় আচরণ করে বা তাঁদের কষ্ট দেয়।

এ অধ্যায়ে আমরা দেখব ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা কত বড় গুনাহ, এবং এর পরিণতি কী হতে পারে।

১.অবাধ্যতার সংজ্ঞা

‘অবাধ্যতা’(عِقُوقُ الوَالِدَيْنِ) বলতে বোঝানো হয়-

পিতা-মাতার প্রতি এমন কোনো আচরণ করা যা তাঁদের হৃদয়ে কষ্ট, দুঃখ বা রাগ সৃষ্টি করে।

এটি শুধু বড় অপরাধ নয়, বরং ইসলামে অন্যতম মহাগুনাহ (কবিরা গুনাহ)।

যেমন-

পিতা-মাতার সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা বলা,

তাঁদের উপদেশ অবহেলা করা,

তাঁদের কষ্ট দেওয়া,

তাঁদের চাহিদা উপেক্ষা করা,

তাঁদের মানহানি করা,

এসবই অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

২.কুরআনে অবাধ্যতার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

“তুমি তাঁদের সঙ্গে ‘উফ’ বলো না এবং ধমক দিও না, বরং সম্মানের সঙ্গে কথা বলো।”
(সূরা ইসরা-২৩)
এই ছোট্ট শব্দ ‘উফ’ ইসলামে এত গুরুত্ব পেয়েছে যে, তা উচ্চারণ করাও গুনাহ।
এর মানে, পিতা-মাতার সামান্য বিরক্তি প্রকাশও আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য।
আরেক স্থানে আল্লাহ বলেনঃ
“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয়, আমি তাকে শাস্তি দেব।”
(সূরা আহকাফ -১৭)
অতএব, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অবাধ্য সন্তান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.হাদীসে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেনঃ
“তিন ধরনের ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি থাকবে—
১. যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য,
২. যে নারী স্বামীকে বিরক্ত করে,
৩. এবং যে ব্যক্তি অহংকারী।” (নাসাঈ)
আরেক হাদীসে রাসূল (সাঃ)বলেনঃ
“বড় গুনাহগুলো হলো-
.আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করা
.পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা,
.অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং
.মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।”
(সহিহ বুখারী)
অতএব, পিতা-মাতার অবাধ্যতা শুধু নৈতিক অপরাধ নয়, বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজগুলোর একটি।

৪. অবাধ্যতার পার্থিব পরিণতি

পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি শুধু পরকালে নয়, দুনিয়াতেও দেখা যায়।
রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ
“যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তার শাস্তি মৃত্যুর আগেই তাকে ভোগ করতে হয়।”
(তিরমিযি)
এই শাস্তি হতে পারে-
.জীবনে অশান্তি
.রিজিকে সংকট
.সমাজে অপমান
.মানসিক কষ্ট
সন্তানদের অবাধ্যতা (যেমন তুমি যেমন করো, তেমনি তোমার সন্তানও করবে)।
অনেক সময় দেখা যায়, যে সন্তান তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে নিজে বার্ধক্যে এসে একই কষ্ট ভোগ করে।
এটাই আল্লাহর ন্যায়বিচার।

৫. অবাধ্যতার আখিরাতের শাস্তি

রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ
“আল্লাহ কিয়ামতের দিনে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না, যদি না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।”
(আহমদ)
অন্য হাদীসে এসেছে,
“পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, যদিও তার ঘ্রাণ অনেক দূর থেকে অনুভূত হয়।”
(বুখারী)
অর্থাৎ, আল্লাহ এতটাই ঘৃণা করেন অবাধ্যতাকে যে, এমন ব্যক্তি জান্নাতের কাছেও যেতে পারবে না।

৬. অবাধ্যতার রূপ

পিতা-মাতার অবাধ্যতা অনেক রূপে প্রকাশ পেতে পারে।
সবগুলো সরাসরি রূঢ় নয়, কখনো সূক্ষ্মভাবে ঘটে-

১. তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিরক্তির সুরে কথা বলা।
২. তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য করা।
৩. তাঁদের উপস্থিতিতে মোবাইল বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা।
৪. তাঁদের সাহায্য না করা বা তাঁদের প্রয়োজন উপেক্ষা করা।
৫. তাঁদের জন্য দোয়া না করা।
৬. তাঁদের সম্মানহানি করা বা অপমান করা।

এই সবকিছুই ইসলামের চোখে “উকূকুল ওয়ালিদাইন” (অবাধ্যতা) হিসেবে গণ্য হয়।

৭. অবাধ্য সন্তানদের প্রতি সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।”
(বায়হাকি)

আরেক হাদীসে তিনি বলেনঃ
“আল্লাহ তিন প্রকার মানুষকে ঘৃণা করেন,

১. অহংকারী,
২. মিথ্যা বলার অভ্যস্ত,
৩. এবং পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।”

(আহমদ)

এগুলো আমাদের শেখায় যে, অবাধ্যতা শুধু এক ব্যক্তির ক্ষতি নয়; এটি সমাজ ও জাতির জন্যও ধ্বংস ডেকে আনে।

৮.অবাধ্যতার পর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

যদি কেউ অতীতে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয়ে থাকে, তবে তার জন্য এখনই তওবা করা জরুরি।

আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তওবা করার পাশাপাশি পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাঁদের সন্তুষ্ট করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা উচিত।

রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি তওবা করে, সে এমন যেন তার কোনো গুনাহই ছিল না।"

(ইবন মাজাহ)

যদি পিতা-মাতা মারা যান, তাহলে তাঁদের জন্য দোয়া করা, নামাজে তাঁদের জন্য মাগফিরাত চাওয়া, তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা এবং তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, এগুলোই প্রকৃত তওবার প্রমাণ।

৯. সমাজে অবাধ্য সন্তানের প্রভাব

একটি সমাজ তখনই দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন পরিবারে সম্মান ও দায়িত্ববোধ হারিয়ে যায়।

যে সমাজে সন্তানরা পিতা-মাতাকে অবজ্ঞা করে, সেখানে আর নৈতিকতা বা মানবিকতা টিকে না।

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারানো মানে নৈতিক শৃঙ্খলার পতন।

অতএব, ইসলাম চায়,

সন্তান যেন তাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসে, তাঁদের দোয়া কামনা করে, এবং তাঁদের সম্মান সমাজে বজায় রাখে।

১০.শিক্ষণীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)এর কাছে এসে বললঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক বৃদ্ধ মা আছেন, আমি তাঁকে কাঁধে বহন করি, তাঁর সব কাজ করি। আমি কি তাঁর উপকার শোধ করেছি?"

নবী সাঃ)বললেনঃ

"না, একটিও না। তুমি যা করছ, তা কেবল তোমার কর্তব্য।"

(আহমদ)

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উপর অত্যাচার করে, তার জীবনে বরকত থাকে না।” (তাবারানি)

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, যতই সেবা করো না কেন, তাঁদের ত্যাগের প্রতিদান কখনো দেওয়া সম্ভব নয়।

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা ইসলামে সবচেয়ে ঘৃণিত গুনাহগুলোর একটি।

এটি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে, দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির কারণ হয়।

তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, পিতা-মাতার ক্ষমা চায়, এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

অতএব, আজ থেকেই আমাদের উচিত-

পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো আচরণ করা,

তাঁদের দোয়া চাওয়া,

জীবিত থাকলে সেবা করা,

মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা।

কারণ, তাঁদের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি,

আর তাঁদের দোয়াই সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় কল্যানকর।

১১.অবাধ্যতার নমুনা

১.আসমা'য়ী বলেন: “আমাকে আরবের কেউ কেউ সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল মালেক ইবন মারওয়ান-এর যামানায় এক ব্যক্তি ছিল এবং তার ছিল এক বৃদ্ধ পিতা; আর যুবকটি ছিল তার পিতার অবাধ্য এবং ঐ যুবকটিকে বলা হত ‘মানাযিল’। অতঃপর এক পর্যায়ে বৃদ্ধ পিতা বলেন:

আমার ও মানাযিলের মাঝে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তার পরিণাম হচ্ছে

যেমনিভাবে ঋণের দাবিদার ঋণ পূর্ণ করতে চায়।

সে বেড়ে উঠেছে এমনকি সে লম্বা শক্তিশালী যুবকে পরিণত হয়েছে,

যখন সে দাঁড়ায়, তখন তার কাঁধ শক্তিশালী পুরুষের কাঁধ সমান হয়ে যায়।

সে আমাকে আমার এ রকম সম্পদ ছাড়া করেছে এবং আমার হাত বাঁকা করে দিয়েছে,

ঐ আল্লাহ তার হাত বাঁকা করে দিবেন, যাঁকে সে পরাজিত করতে পারবে না।
আর আমি (তার জন্য) এমন বদদো‘আ করব, যদি সেই বদদো‘আ আমি করি

রাইয়ান পর্বতের জন্য, তাহলে তার পার্শ্ব ধ্বসে পড়ে যেত।

এ সংবাদ তাদের বাদশা’র নিকটে পৌঁছে; তারপর তিনি যুবককে ধরে নিয়ে আসার জন্য দূত প্রেরণ করলেন; অতঃপর তাকে তার বৃদ্ধ পিতা বলল: তুমি ঘরের পিছনের দিক দিয়ে বের হয়ে চলে যাও; ফলে সে বাদশা’র দূতের আগে আগে চলে গেল এবং বাদশার পাকড়াও থেকে বেঁচে গেল।

কিন্তু এ মানাযিল যুবকটি তার শেষ জীবনে তার এক অবাধ্য ছেলের দ্বারা কষ্টকর পরিস্থিতির শিকার হল; ছেলেটির নাম ‘খালিজ’। অতঃপর সে (মানাযিল) বলল:
খালিজ আমাকে আমার সম্পদ ছাড়া করেছে এবং সে আমার অবাধ্য হয়েছে
এমন এক সময়, যখন আমার হাড্ডি ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে।
আমি তাকে পছন্দ করেছি এবং তাকে বেশি বেশি দিয়েছি, যাতে সে আমার প্রতি বেশি যত্নবান হয়, অথচ কিছু অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর তেমন কিছু বাড়েনি।
আমার জীবনের কসম! আমি তার প্রতি খুশি হয়েই তাকে লালন-পালন করেছি,

সুতরাং আমার পরে কোনো ব্যক্তিই যেন ছেলেকে নিয়ে এত খুশি না হয়।

অতঃপর শাসনকর্তা তাকে (ছেলেটিকে) মারতে চাইল; তখন ছেলেটি শাসনকর্তাকে বলল: আমাকে মারার ব্যাপারে এত তাড়াহুড়ো করবেন না; এই হলেন (আমার পিতা) মানাযিল ইবন ফার‘আন, যার ব্যাপারে তার পিতা বলেছিলেন:
আমার ও মানাযিলের মাঝে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তার পরিণাম হচ্ছে
যেমনিভাবে ঋণের দাবিদার ঋণ পূর্ণ করতে চায়।

অতঃপর শাসনকর্তা বলল: হে এই তুমি! তুমি তোমার পিতার সাথে অবাধ্য আচরণ করেছ; আর তাই আজ তোমার সাথেও অবাধ্য আচরণ করা হয়েছে।

২. আরেক ব্যক্তি তার চরম দুঃখ ও কষ্টের অভিযোগ করে এবং তার অবাধ্য সন্তানকে তিরস্কার করে বলেন:

আমি তোমাকে শিশু অবস্থায় খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তোমার ব্যয়ভার বহন করেছি,

আমি তোমার জন্য যা উপার্জন করেছি, তা আমাকে দুর্বল ও ক্লান্ত করে দিয়েছে।

যখন কোনো রাত্রে তুমি অসুস্থ হয়ে যেতে, তখন আমি রাত্রি যাপন করেছি

তোমার অসুস্থতার কারণে বিনিদ্র অবস্থায় বিছনায় গড়াগড়ি দিয়ে।

সে কাঁটা যেন তোমাকে নয় আমাকেই আঘাত করেছে,

ফলে আমার চোখ অশ্রু বর্ষণ করেছে।

আমার মন তোমার ব্যাপারে ধ্বংসের আশঙ্কা করেছিল, যদিও সে

জানত যে, মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়েই হবে।

অতঃপর তুমি যখন এমন বয়স ও গন্তব্যে পৌঁছে গেছ, যে পর্যন্ত যেখানে পৌঁছার আশা আমি তোমার জন্য করেছি।

তুমি আমার পুরস্কার নির্ধারণ করেছ কঠোরতা ও অভদ্রতা,

মনে হয় যেন তুমি অনুগ্রহশীল ও দানশীল।

হায়রে তুমি! যদি তুমি পিতামাতার অধিকার সংরক্ষণ নাই করতে পার,

তাহলে তুমি এমন আচরণ করতে, যেমন আচরণ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশী’র সাথে করে।

সুতরাং তুমি আমাকে প্রতিবেশিত্বের অধিকার প্রদান করেছে, অথচ তুমি

তোমার সম্পদ ছাড়া শুধু আমার সম্পদ দ্বারাই আমার উপর কৃপণতা করছ।

তুমি তাকে দেখতে পাবে, সে যেন বিরোধিতার জন্যই তৈরী হয়েছে; মনে হয় যেন তাকে
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সত্যপন্থীদের প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

৩. অধ্যাপক আবদুর রউফ আল-হানাভী র. বলেন: “আমার এক নিকটাত্মীয় ছিল, তার জন্য তার পিতা অনেক নগদ স্বর্ণ, উপকারী মালামাল ও বহু জমি রেখে গিয়েছিলেন; আর সে ছিল ব্যবসায়ী দলের অন্যতম একজন; কোনো একদিন তার উপর তার মাতা ক্ষুব্ধ হলেন এবং তার জন্য তিনি কঠিনভাবে একবার বদদো‘আ করলেন; আর যখন তার বদদো‘আর কারণে তার ক্ষতি অবধারিত হয়ে গেল, তখন সে ফকীর অবস্থায় মারা গেল; অথচ সে কখনও অশ্লীল ও হারাম পথে চলেনি।

আর আমার পিতা (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) তাকে দান-সাদকা করতেন এবং আমাদের বাড়ি থেকে আমাকে খাবার নিয়ে তার নিকট এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট পাঠাতেন।

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার অবস্থান

মানবসভ্যতার ইতিহাসে পরিবারই সমাজের মূল ভিত্তি।
এই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হলো পিতা-মাতা।
তাঁরা সন্তানের জন্মদাতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও জীবনের প্রথম আশ্রয়।
কিন্তু আধুনিক যুগে, প্রযুক্তি ও ব্যস্ততার ছোঁয়ায়, সেই সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
আজকের সমাজে দেখা যায়
সন্তানরা দূরে চলে গেছে, যোগাযোগ কমে গেছে, ভালোবাসা যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

১.আধুনিক জীবনে পারিবারিক দূরত্ব

আজকের ব্যস্ত শহুরে জীবনে মানুষ সময়ের অভাবে ভুগছে।
চাকরি, ব্যবসা, পড়াশোনা বা বিদেশে কর্মসংস্থানের কারণে অনেক সন্তান পিতা-মাতার থেকে দূরে বাস করছে।
এই দূরত্ব কেবল শারীরিক নয়; মানসিক দূরত্বও সৃষ্টি হচ্ছে।
অনেকেই বছরে একবারও পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করতে পারে না, বা নিয়মিত খবর নেয় না।
কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সন্তানরা পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয়, যেন দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে।
কিন্তু ইসলাম শেখায়, এটাই সবচেয়ে বড় অন্যায়।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেনঃ
“তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। পিতা তোমার জান্নাতের দরজা।”
(ইবন মাজাহ)
অতএব, যতই দূরে থাকো না কেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের অংশ।

২. আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা

বৃদ্ধ পিতা-মাতারা প্রায়ই একাকীত্বে ভোগেন।

তাঁরা সন্তানদের মুখ দেখতে চান, কিছু সময় কথা বলতে চান, কিন্তু সন্তানরা ব্যস্ততার অজুহাতে দূরে থাকে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন,

"বৃদ্ধাবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থ নয়, বরং স্নেহ, সঙ্গ এবং সম্মান।"

ইসলাম এই কথাটি শত শত বছর আগে ঘোষণা করেছিল।

আল্লাহ বলেনঃ

"তুমি তাঁদের সামনে দয়ার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন।'"

(সূরা ইসরা -২৪)

এই আয়াতে দয়ার সঙ্গে নম্রতা ও ভালোবাসার শিক্ষা রয়েছে।

৩.প্রযুক্তির যুগে সম্পর্কের দূরত্ব

স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, সবকিছু আমাদের সংযুক্ত করেছে, আবার দূরত্বও সৃষ্টি করেছে।

আজ মানুষ সারাদিন অনলাইনে শতজনের সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু নিজের পিতা-মাতার সঙ্গে কয়েক মিনিটও কাটায় না।

এ যেন এক ধরনের "ভার্চুয়াল ব্যস্ততা"।

অতএব, আমাদের প্রয়োজন ডিজিটাল সময়ের সঙ্গে মানবিক সময়ের ভারসাম্য রক্ষা করা।

প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট সময় দিন,

পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলুন, তাঁদের খোঁজ নিন, হাসিমুখে কথা বলুন।

এই সামান্য সময়ই তাঁদের জন্য পৃথিবীর সব সুখ এনে দিতে পারে।

৪.অর্থনৈতিক দায়িত্ব

অনেক সন্তান আজ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন।

ইসলাম বলে-

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করা সন্তানের ওপর বাধ্যতামূলক, যদি তাঁরা নিজেরা উপার্জন করতে না পারেন।

আল্লাহ বলেনঃ

“তুমি আত্মীয়দের তাদের অধিকার দাও।”

(সূরা ইসরা -২৬)

রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ

“তোমার উত্তম সম্পদ সেই যা তুমি তোমার পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করো।”

(বায়হাকি)

অতএব, সন্তান যত ধনীই হোক না কেন, পিতা-মাতার প্রয়োজনের দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়।

৫.বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কৃতি

পশ্চিমা সমাজে বৃদ্ধাশ্রম বা ‘ওল্ড হোম’ একটি সাধারণ বিষয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মুসলিম সমাজেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ইসলাম এই সংস্কৃতিকে সমর্থন করে না।

কারণ, পিতা-মাতাকে একা ফেলে দেওয়া মানে নিজের দায়িত্ব থেকে পালানো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার বার্ধক্যে তাঁদের সেবা করার সুযোগ পায়, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।”

(মুসলিম)

অতএব, আমাদের উচিত এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে বৃদ্ধাশ্রম নয়, বরং পারিবারিক যত্নই হবে পিতা-মাতার শেষ আশ্রয়।

৬.আধুনিক শিক্ষা ও পারিবারিক মূল্যবোধ

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অনেক কিছু শেখায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ভাষা, কিন্তু নৈতিকতা শেখায় না।

ফলে সন্তানরা প্রায়ই সফল হয়, কিন্তু মানুষ হিসেবে দুর্বল হয়ে পড়ে।
ইসলামিক শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আদব (শিষ্টাচার)।
রাসূল (সাঃ)বলেছেনঃ
"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করে।"
(তিরমিযি)
সুতরাং, শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, পিতা-মাতার প্রতি আচরণই প্রকৃত শিক্ষার পরিচায়ক।

৭.সমাজে পিতা-মাতার সম্মান পুনঃস্থাপন

আমাদের সমাজে পিতা-মাতার মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এখন জরুরি।
এর জন্য প্রয়োজন-
১. পরিবারে ইসলামী শিক্ষা চর্চা করা,
২. সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই পিতা-মাতার সম্মান শেখানো,
৩. মিডিয়ায় পরিবারভিত্তিক নৈতিক মূল্যবোধ প্রচার করা,
৪. সমাজে "বৃদ্ধদের প্রতি দয়া" উদ্যোগ নেওয়া।
রাসূল (সাঃ)লবলেছেনঃ
"যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"
(তিরমিযি)
এই হাদীসের আলোকে সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব।

৮.আধুনিক পিতা-মাতার করণীয়

আধুনিক যুগের পিতা-মাতারও কিছু দায়িত্ব আছে,
সন্তানদের শুধু শিক্ষিত নয়, মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা,
প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার শেখানো,
নিজের জীবনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা,

সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।
যখন পিতা-মাতা নিজেরা ভালোবাসা, নৈতিকতা ও ধৈর্যের উদাহরণ দেন, তখন সন্তানরাও স্বাভাবিকভাবে তাঁদের সম্মান করতে শেখে।

৯. ইসলামী সমাজে পিতা-মাতার মর্যাদা

ইসলামী সমাজে পিতা-মাতা সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি।
তাঁরা সমাজের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও ঐতিহ্যের ধারক।
যে সমাজ তাদের সম্মান করে, সেই সমাজ আল্লাহর রহমত পায়।
খুলাফায়ে রাশেদীন যুগে দেখা যায়, নবী (সাঃ)এর সাহাবারা তাঁদের পিতা-মাতার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।
উদাহরণস্বরূপ-
হযরত উমর (রাঃ) রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর মা উপস্থিত হলে তিনি তাঁর সামনে মাথা নত করে দাঁড়াতেন।
এই শ্রদ্ধাই ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তুলেছিল।

১০.ইসলামিক সমাধান

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার অবস্থা উন্নতির জন্য ইসলামের কিছু মূল দিকনির্দেশনা হলোঃ
১. দৈনিক যোগাযোগ বজায় রাখা, ফোন, ভিডিও কল বা দেখা করা।
২. আর্থিক সহযোগিতা করা, তাঁদের প্রয়োজন মেটানো।
৩. আত্মিক যত্ন নেওয়া, তাঁদের জন্য দোয়া করা।
৪. সম্মান দেখানো, তাঁদের সামনে কণ্ঠ নিচু রাখা।
৫. সন্তানদের শেখানো যাতে পরবর্তী প্রজন্মও এ মূল্যবোধ ধরে রাখে।
আধুনিক সমাজ যতই অগ্রসর হোক না কেন, পিতা-মাতার ভূমিকা ও ভালোবাসা কোনো প্রযুক্তি বা প্রতিষ্ঠান পূরণ করতে পারে না।
তাঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান মানুষ, তাঁদের ভালোবাসাই সন্তানের জীবনের কল্যান
ইসলাম আমাদের শেখায়-

পিতা-মাতাকে ভালোবাসা মানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা,

আর তাঁদের কষ্ট দেওয়া মানে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করা।

অতএব, আধুনিক সমাজে আমরা যদি আল্লাহর রহমত পেতে চাই,

তবে পরিবারকে শক্তিশালী করতে হবে, পিতা-মাতার সম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে।

পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়

ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা এমন এক উচ্চ আসনে স্থাপিত, যা অন্য কোনো মানব সম্পর্ক পায়নি।

আল্লাহ তায়ালা বহু স্থানে তাঁর ইবাদতের পরপরই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে—

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।"

(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

"পিতার সন্তুষ্টিতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর পিতার অসন্তুষ্টিতেই রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"

(তিরমিজি)

তাই একজন মুসলমানের জন্য পিতামাতার খুশি অর্জন করা শুধু পারিবারিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

১. শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন সন্তানের অন্যতম বড় দায়িত্ব।

তাদের সঙ্গে কখনোই রূঢ়ভাবে কথা বলা যাবে না, কণ্ঠ উঁচু করা যাবে না।

যত বড়ই হই না কেন, তাদের সামনে সবসময় নম্রভাবে আচরণ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

"তুমি তাদের প্রতি দয়ার ডানা বিস্তার করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেমন করে তারা শৈশবে আমাকে লালন করেছেন।'"

(সূরা আল-ইসরা: ২৪)

যে সন্তান পিতামাতার সঙ্গে বিনয়ী হয়, তাদের সম্মান করে, আল্লাহ তার জীবনে প্রশান্তি ও বরকত দান করেন।

সন্তানের বিনয় পিতামাতার হৃদয় জয় করার সবচেয়ে বড় উপায়।

২. সেবা ও যত্ন নেওয়া

পিতামাতার সেবা করা জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করার এক মহান কাজ।
যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে যান, তখন তারা শিশুদের মতোই সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করেন।
সন্তানের কর্তব্য হলো তাদের আরাম, চিকিৎসা, আহার ও মানসিক শান্তির ব্যবস্থা করা।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—
"অভাগা সেই ব্যক্তি, যার পিতা-মাতা বা তাদের একজন বার্ধক্যে পৌঁছালেন, তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।"
(মুসলিম)
অর্থাৎ, পিতামাতার সেবা করার সুযোগ পাওয়া আল্লাহর এক বিশেষ রহমত।
যে সন্তান সেই সুযোগে যত্নশীল হয়, তার জন্য জান্নাত সহজ হয়ে যায়।

৩. আদেশ ও পরামর্শ মেনে চলা

পিতামাতার উপদেশ ও নির্দেশ মানা সন্তানের কর্তব্য।
যদি তা ইসলামবিরোধী না হয়, তবে তা মেনে চলা উচিত।
তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সন্তানের জন্য দিকনির্দেশনার আলো।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—
"তোমার পিতা তোমার জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা।"
(তিরমিজি)
অর্থাৎ, পিতামাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির মধ্য দিয়েই জান্নাতের দরজা খুলে যায়।
তাদের পরামর্শ মেনে চলা মানেই নিজের কল্যাণের পথ বেছে নেওয়া।

৪. আর্থিক ও মানসিক সহায়তা

পিতামাতা যতই সম্পদশালী হোক, সন্তানের উচিত তাদের সহযোগিতা করা।
সন্তান যখন নিজের উপার্জন থেকে পিতামাতার জন্য ব্যয় করে, আল্লাহ তাতে বরকত রাখেন।
তাদের জন্য উপহার, কাপড় বা প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া—এসবই ভালোবাসার প্রকাশ।
শুধু অর্থ নয়, মানসিক দিক থেকেও তাদের পাশে থাকা প্রয়োজন।
তারা যেন মনে না করেন যে সন্তানরা দূরে সরে গেছে।
একটি হাসি, সান্ত্বনামূলক কথা বা নিয়মিত খোঁজ নেওয়া—এসবও তাদের তৃপ্তি আনে।

৫. দোয়া করা ও দোয়ার গুরুত্ব

দোয়া হচ্ছে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের শক্তিশালী উপায়।
তাদের জীবিত অবস্থায় দোয়া করা এবং মৃত্যুর পরও নিয়মিত তাদের জন্য দোয়া করা সন্তানের দায়িত্ব।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—
"মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ছাড়া, সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"
(সহিহ মুসলিম)
তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, জান্নাত চাওয়া এবং কবরের শান্তির দোয়া করা,এগুলোই নেক সন্তানের পরিচায়ক।

৬. কষ্ট না দেওয়া ও রাগ না করানো

পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া ইসলামে বড় গুনাহ।
আল্লাহ বলেন—
"তুমি তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না।"
(সূরা আল-ইসরা: ২৩)
"উফ" শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে — এমনকি সামান্য বিরক্তিও প্রকাশ করা নিষেধ।

সন্তানের উচিত এমন আচরণ না করা যা তাদের কষ্ট দেয়, হতাশ করে বা হৃদয় ভেঙে দেয়।

তাদের রাগানো মানে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করা।

৭. সময় দেওয়া ও সম্পর্ক বজায় রাখা

আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেকে পিতামাতাকে সময় দিতে পারে না।

কিন্তু তারা শুধু একটি জিনিসই চায় — সন্তানের ভালোবাসা ও উপস্থিতি।

তাদের পাশে বসা, এক কাপ চা খাওয়া, পুরোনো কথা শুনা — এসবের মূল্য অপরিসীম।

যে সন্তান নিয়মিত তাদের খোঁজ নেয়, ফোন করে, দেখা করে—

আল্লাহ তার জীবনে সুখ ও বরকত দান করেন।

৮. তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার

পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাদের বন্ধুদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা সন্তানের দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচার করা যায় — তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা।”

(আবু দাউদ)

অর্থাৎ, পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাদের স্মৃতি রক্ষা করা ও তাঁদের সম্পর্ককে সম্মান করা সন্তানের কর্তব্য।

৯. ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা

পিতামাতার ইজ্জত রক্ষা করা মানেই নিজের মর্যাদা রক্ষা করা।

তাদের সম্পর্কে কারো সামনে খারাপ কথা বলা, তর্ক করা, বা অন্যদের অভিযোগ করা ইসলাম অনুমোদন করে না।

বরং তাদের সম্মান করা ও তাঁদের মর্যাদা বজায় রাখা সন্তানের দায়িত্ব।

১০. কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য ধারণ

পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঈমানের অংশ।

আল্লাহ বলেন—

“আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও।”

(সূরা লুকমান: ১৪)

তারা আমাদের জন্য যে ত্যাগ করেছেন — ঘুমহীন রাত, পরিশ্রম, কষ্ট — তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সুতরাং সন্তানকে ধৈর্য ধরতে হবে, কৃতজ্ঞ হতে হবে, কখনো অভিযোগ না করতে হবে।

১১.পিতামাতার মৃত্যুর পরও সন্তুষ্টি অর্জনের পথ

পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের নামে সদকা করা, কুরআন খতম করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এসবই তাদের আত্মাকে আনন্দিত করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

“তুমি কি তোমার পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাদের উপকার করতে পারো?”

তিনি উত্তর দিলেন,“হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের ঋণ শোধ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।”

(আবু দাউদ)

পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা কেবল একটি পারিবারিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি ইবাদত, জান্নাতের রাস্তা।

যে সন্তান পিতামাতার হৃদয় জয় করতে চায়, আল্লাহ তার জীবনে বরকত দান করেন। তাদের খুশি করা মানেই আল্লাহর খুশি করা।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের পূর্ণ দায়বদ্ধতা

মানুষের জীবনে সবচেয়ে নিকটজন ও পরম উপকারক হলেন পিতা-মাতা।
তারা সন্তানের জন্য নিজের স্বার্থ, আরাম, সুখ ত্যাগ করে সন্তানকে বড় করে তোলেন।
ইসলাম এই ত্যাগ ও অনুগ্রহের বিনিময়ে সন্তানকে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ ও দায়িত্বশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-
"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"
(সূরা আল-ইসরা: ২৩)
এই আয়াত প্রমাণ করে,পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়, বরং এটি আল্লাহর একটি আদেশ।
সন্তান যত বেশি পিতামাতার অধিকার আদায় করবে, ততই সে আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিকারী হবে।

১. পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন

সন্তানের প্রথম দায়িত্ব হলো, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা।
তাদের সামনে অহংকার করা বা রূঢ় আচরণ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-
"তুমি তাদের প্রতি 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।"
(সূরা আল-ইসরা: ২৩)
অর্থাৎ, তাদের সঙ্গে কোমল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করাই সন্তানের প্রথম দায়িত্ব।

২. সেবা ও যত্ন নেওয়া

যখন পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন তাদের সেবা করা সন্তানের ওপর ফরজের ন্যায় দায়িত্ব হয়ে যায়।

তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, খাবার, ওষুধ, ও মানসিক শান্তির ব্যবস্থা করা— সবই সন্তানের করণীয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“অভাগা সেই ব্যক্তি, যার পিতা-মাতা বার্ধক্যে পৌঁছালেন, তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।”

(সহিহ মুসলিম)

পিতামাতার সেবা করা জান্নাতের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

৩. পিতামাতার আদেশ পালন ও পরামর্শ গ্রহণ

যদি পিতামাতার কোনো নির্দেশ আল্লাহর অবাধ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়, তবে তা পালন করা সন্তানের ওপর দায়িত্ব।

তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে মূল্য দিতে হবে।

একটি সুন্দর ঘটনা পাওয়া যায়—

হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্দেশে আত্মত্যাগে রাজি হয়েছিলেন।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, পিতামাতার আদেশ মানা আল্লাহর আনুগত্যেরই অংশ।

৪. আর্থিক দায়িত্ব পালন

সন্তান যতদিন উপার্জন করতে সক্ষম থাকবে, ততদিন পিতামাতার প্রয়োজন হলে তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন-

“আর তোমার সম্পদ ব্যয় করো, আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন ও পথিকের জন্য।”

(সূরা আল-বাকারা: ২১৫)

এখানে “আত্মীয়স্বজন” বলতে প্রথমেই পিতা-মাতা বোঝানো হয়েছে।

তাদের জন্য ব্যয় করা কোনো ক্ষতি নয়, বরং এটি বরকতের কারণ।

৫. ভালো ব্যবহার ও কথার কোমলতা

কখনোই পিতামাতার সঙ্গে তর্ক করা, উচ্চস্বরে কথা বলা বা তাদের ছোট করা যাবে না।

তাদের সামনে বিনয়ী আচরণ করতে হবে।

নবী করিম (সা.) বলেছেন—

“বড়দের সম্মান করো এবং ছোটদের প্রতি দয়া করো।”

(তিরমিজি)

সন্তান যদি তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলে, তা আল্লাহর নিকট ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

৬. পিতামাতার দোয়া লাভ করা

পিতামাতার দোয়া হলো সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

“তিনজনের দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়: মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পিতা-মাতার দোয়া।”

(তিরমিজি)

অতএব, যে সন্তান পিতামাতাকে খুশি রাখে, সে আসলে নিজের জন্য দোয়ার দরজা উন্মুক্ত রাখে।

৭. তাদের মন খারাপ না করা

পিতামাতার মন কষ্ট দেওয়া, এমনকি “উফ” বলা পর্যন্ত আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

তাদের প্রতি ধৈর্যধারণ ও সহনশীল হওয়া সন্তানের অন্যতম বড় দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“পিতামাতাকে গালি দেওয়া বড় গুনাহ।”

(সহিহ বুখারি)

অর্থাৎ, সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এমন কোনো আচরণ করাও নিষিদ্ধ যা তাদের কষ্ট দেয়।

৮. পিতামাতার দোয়া ও কবর পরিদর্শন

পিতামাতা মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা, কবর জিয়ারত করা, ও তাদের নামে সদকা করা সন্তানের পূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

"মৃত ব্যক্তির মর্যাদা তার সন্তানদের দোয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।"

(সহিহ মুসলিম)

তাদের প্রতি দোয়া করা মানে তাদের আত্মাকে শান্তি প্রদান করা।

৯. তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা

পিতামাতা জীবিত না থাকলেও তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা সন্তানের কর্তব্য।

এটি তাদের প্রতি পরোক্ষ কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

রাসূল (সা.) বলেন—

"পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচার করা যায়,তাদের বন্ধুদের সম্মান করা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা।"

(আবু দাউদ)

১০. কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা

পিতামাতার ত্যাগের বিনিময়ে সন্তান কখনো ঋণমুক্ত হতে পারে না।

কিন্তু আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাদের মনকে প্রশান্ত করে।

আল্লাহ বলেন-

"আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও।"

(সূরা লুকমান: ১৪)

১১. তাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করা

সন্তানের উচিত সব সময় পিতামাতার মর্যাদা রক্ষা করা।

তাদের সম্পর্কে অন্যের সামনে অসম্মানজনক কথা না বলা, বরং গৌরবের সঙ্গে পরিচয় দেওয়া ইসলামের শিক্ষা।

যে সন্তান পিতামাতার সম্মান রক্ষা করে, সে সমাজেও মর্যাদার আসন লাভ করে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের পূর্ণ দায়বদ্ধতা মানে শুধু তাদের কথা শোনা নয়, বরং তাদের সেবা, ভালোবাসা, সম্মান ও দোয়ার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সুখ ও শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখা।

যে সন্তান পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার জীবনে বরকত, দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে জান্নাত দান করেন।

আসুন, আমরা সবাই আমাদের পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই,

তাদের মুখে হাসি ফোটাই, এবং তাদের দোয়ার বরকতে জান্নাতের পথে এগিয়ে যাই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সে তাওফিক দিন। আমিন।

পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা

ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচচ।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:
“তোমার রব শুধু অবাধ্যকে শাস্তি দেয় না, বরং মমতাশীল সন্তানদের জন্য বরকতও রাখে।” (সুরা ইসরা:২৩)
পিতামাতা আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু। তাদের দয়া, লালন-পালন এবং শিক্ষা ছাড়া আমরা সমাজে স্থির হতে পারি না।
পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার, সম্মান ও দোয়া করা একজন মুসলিমের ফরজ দায়িত্ব।

উদাহরণ: নবী ইবরাহিম (আ:) তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী। এটি দেখায় যে পিতার প্রতি ভালোবাসা ও দোয়া সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

১.পিতামাতার জন্য দোয়ার গুরুত্ব

কুরআন ও হাদিসে পিতামাতার জন্য দোয়া করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
নবী (সা:) বলেছেন:
"সন্তান যখন জীবিত পিতামাতার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তাৎক্ষণিক তাদের জন্য বরকত নাজিল করেন।"
দোয়া শুধু কথার মাধ্যমে নয়, এটি আমাদের অন্তরের স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ।
মূল দোয়া উদাহরণ:
জীবিত পিতামাতার জন্য:

"رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"।

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি দয়া করো যেমনভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছে।
মৃত পিতামাতার জন্য:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُم وَارْحَمْهُم وَعَافِهِم وَاعْفُ عَنْهُم"

অর্থ: হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষমা করো, শান্তি দাও এবং তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ স্থান দাও।

২.দোয়ার মাধ্যমে বরকত লাভ

পিতামাতার জন্য দোয়া করলে পরিবারে সুখ, শান্তি ও বরকত বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ দোয়া শোনেন এবং সন্তানের নেক কাজের জন্য পিতামাতার জীবনে বরকত নাজিল করেন।

দোয়ার মাধ্যমে আমরা তাদের জন্য দৈনন্দিন জীবনের কল্যাণ, সুস্থতা ও আধ্যাত্মিক শান্তি কামনা করতে পারি।

দোয়ার উদাহরণ:

সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা:

"হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার শরীর সুস্থ রাখো এবং তাদের আয়ু বরকতপূর্ণ করো।"

আর্থিক বরকত:

"হে আল্লাহ! তাদের জীবনে বরকত দাও যাতে তারা শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।"

জান্নাতের কামনা:

"হে আল্লাহ! আমার পিতামাতাকে জান্নাতের সেরা স্থান দাও।"

৩.কুরআন ও হাদিসের আলোকে দোয়া

কুরআন শিক্ষা দেয়, পিতামাতার জন্য নেক দোয়া করা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-ইসরার আয়াত -২৪

“ও তোমার পিতামাতাকে সম্মান করো; যদি এক বা উভয়ই তোমার কাছে বৃদ্ধ হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং কঠোর বচনও না বলো।”

হাদিসে বলা হয়েছে: নবী (সা:) বলেছেন:

"যে সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তার নেকিয়তের বিনিময় হিসেবে বরকত নাজিল করেন।"

৪.দোয়ার মাধ্যমে পিতামাতার প্রতি নেকি বৃদ্ধি

সন্তান দোয়া করার মাধ্যমে পিতামাতার জন্য নেকি বৃদ্ধি করে।
তাদের জীবনে শান্তি, সাফল্য এবং বরকত আসে।
এই দোয়া শুধুমাত্র জীবিত পিতামাতার জন্য নয়, মৃত পিতামাতার জন্যও করা যায়।
উদাহরণ:
প্রতিদিন সালাতের পরে বা রাতে দোয়া করা।
সহজ ও সংক্ষিপ্ত দোয়া যেমন:
"হে আল্লাহ! আমার পিতামাতাকে শান্তি দাও, তাদের জন্য বরকত দাও এবং জান্নাতের সেরা স্থান দাও।"

৫.পিতামাতার জন্য দোয়ার নিয়মাবলী

.সতর্ক মনোযোগ: দোয়া করার সময় মনোযোগ রাখা।
.নিয়মিত দোয়া: প্রতিদিন কিছু সময় পিতামাতার জন্য আলাদা দোয়া করা।
.সৎ ও নেক উদ্দেশ্য: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করা।
.আচরণে প্রমাণ: শুধু দোয়া নয়, তাদের প্রতি সদাচরণও জরুরি।

৬.পিতামাতার জন্য দোয়া ও বরকতের উদাহরণসমূহ

নবী (সা:) এর জীবনে দেখা যায়, তিনি সব সময় দোয়া করতেন।
হযরত ইব্রাহিম (আ:) পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন।
দোয়া যেমন জীবনকে বরকতপূর্ণ করে, তেমনি এটি আমাদের পিতামাতার নেকি বৃদ্ধির মাধ্যম।
উদাহরণ দোয়া:
"হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার জন্য এমন বরকত দাও যাতে তাদের জীবন শান্তিতে ভরে এবং তারা জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান পান।"

৭.দৈনন্দিন জীবনে দোয়ার ব্যবহার

প্রতিদিন প্রাতঃকালীন ও রাতের দোয়ার মধ্যে পিতামাতার জন্য দোয়া রাখা। দোয়ার মাধ্যমে তাদের জন্য রোজগার, সুস্থতা, শান্তি এবং নেকি কামনা করা। সহজ ও সংক্ষিপ্ত দোয়া প্রায় প্রতিদিন পাঠ করা যায়।

৮.সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর দোয়া তালিকা (১০টি)

.হে আল্লাহ! আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করো।

.তাদেরকে জান্নাতের সেরা স্থান দাও।

.তাদের জীবনে সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু দাও।

.তাদের জীবনে বরকত দাও।

.তাদেরকে দুনিয়ার কষ্ট থেকে রক্ষা করো।

.তাদেরকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ রাখো।

.তাদের নেকি বৃদ্ধি করো।

.তাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি দান করো।

.তাদেরকে তোমার করুণায় ভরিয়ে দাও।

.তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি করো।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার (সুন্দর আচরণ)

পিতামাতা সন্তানের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তাঁরা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, লালন-পালন করেছেন, ত্যাগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় করে তুলেছেন। তাই সন্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো-পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

১.ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

১. আল্লাহর আদেশ:

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

“তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।”

(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহর পরেই পিতামাতার অধিকার সবচেয়ে বেশি।

২. কষ্টের স্মরণ:

মা সন্তানকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করেন, প্রসবের কষ্ট ভোগ করেন, রাত জেগে লালন করেন। পিতা জীবনের কষ্ট ও দুঃখ ভুলে সন্তানের জন্য পরিশ্রম করেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে-

“তাঁর মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছেন...

(সূরা লুকমান: ১৪)

৩. হাদীসে গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন-

“আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে।”

(তিরমিজি)

অতএব, পিতামাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা মানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

২.সদ্ব্যবহারের কিছু বাস্তব দিক

১.মিষ্টি ভাষায় কথা বলা:

রূঢ়ভাবে কথা না বলে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা।

২.তাঁদের আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেওয়া:

তাঁরা ডাকলে দেরি না করে উত্তর দেওয়া।

৩.তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করা:

অর্থ, সময় ও ভালোবাসা দিয়ে যতটা সম্ভব সাহায্য করা।

৪.তাঁদের জন্য দোয়া করা:

"হে আমার প্রভু! তাঁদের প্রতি দয়া কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে দয়া করে লালন-পালন করেছেন।"

(সূরা আল-ইসরা: ২৪)

৫. বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ যত্ন:

তাঁরা যখন বৃদ্ধ হন, তখন তাঁদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে আরও কোমল আচরণ করা।

৬.তাঁদের অপমান না করা:

চোখ রাঙানো, কণ্ঠ উঁচু করা, বা 'উফ' বলা থেকেও বিরত থাকা।

৩.সদ্ব্যবহারের সুফল

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

জীবনে বরকত আসে।

দুনিয়ায় ও আখিরাতে সম্মান পাওয়া যায়।

পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়;এটি ঈমানের অংশ। যিনি পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। তাই আসুন, আমরা সবাই আমাদের পিতা-মাতার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করি।

সদ্ব্যবহারে সহায়ক কর্মকাণ্ডসমূহ

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করাটা আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম নি‘আমত, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এই নি‘আমত দ্বারা ধন্য করেন। এখানে এমন কতগুলো কর্মকাণ্ড বা বিষয় রয়েছে, যেগুলো কোনো মানুষ গ্রহণ করে চেষ্টা-সাধনা করলে সেগুলো তাকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে সহযোগিতা করবে; এসব কর্মকাণ্ড ও বিষয়াদির কতিপয় দিক নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ তা‘আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা:

আর এটা সম্ভব হবে শরী‘আত সম্মত পন্থা অবলম্বন করে ‘ইবাদত ও দো‘আর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে, আশা করা যায় যে, তিনি আপনাকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাওফীক দিবেন এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

২. সদ্ব্যবহারের সুফল ও অবাধ্যতার কুফল সামনে রাখা: কেননা, (পিতামাতার আনুগত্যের) কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার অন্যতম বড় উপায় হল সদ্ব্যবহার করার ফলাফল সম্পর্কে জানা এবং তার উত্তম পরিণতি সামনে রাখা।

অনুরূপভাবে অবাধ্যতার কুফল এবং তার কারণে যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, পরিতাপ ও অপমানের আমদানি হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া; আর এসবই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে সাহায্য করবে এবং তাদের অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

৩. অন্যসব মানুষের উপর পিতামাতার মর্যাদার বিষয়টি সামনে রাখা:

কেননা, তারা হলেন এই দুনিয়ায় তার অস্তিত্বের উপলক্ষ; আর তারা তার জন্য কষ্ট করেছেন, তাকে অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন এবং বড় হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করেছেন; সুতরাং সন্তান তাদের জন্য যত কিছুই করুক না কেন, সে

কখনও তাদের হক (অধিকার) আদায় করতে সক্ষম হবে না; অতএব, এই বিষয়টি মনে রাখলে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত কাজটি সহজ হবে।

৪. পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে আত্মনিয়োগ করা:

ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং এর সকল দায়-দায়িত্ব বহন করা; আর এ কাজে নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দেওয়া, যাতে তা তার স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

৫. তালাকের অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা:

পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তারা যদি তাদের মধ্যকার দাম্পত্য জীবন বহাল রাখতে অপারগ হয় এবং তাদের মাঝে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই যেন সন্তানদেরকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দেয় এবং তাদের প্রত্যেকে যেন সন্তানদেরকে পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করতে প্ররোচিত না করে; কারণ, সন্তানরা যখন পিতামাতার অবাধ্য বলে পরিচিত হবে, তখন এর জন্য পিতামাতাই দায়ী হবেন; ফলে তারা নিজেরা হতভাগ্য হবে এবং সন্তানদেরকেও হতভাগ্য করবে।

৬. পিতামাতার সততা:

ছেলে-সন্তানদের সততা ও তাদের কর্তৃক তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য অন্যতম উপায় ও উপলক্ষ হল পিতামাতার সততা।

৭. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া:

আর এটা হবে সদ্ব্যবহারকারীদেরকে উৎসাহ দান এবং তাদেরকে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত বর্ণনা করে উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে; আর অবাধ্যদেরকে উপদেশ দান এবং অবাধ্যতার খারাপ পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

৮. সদ্ব্যবহার করার জন্য সন্তানদেরকে সহযোগিতা করা:

আর এটা হল সদ্ব্যবহার করার জন্য পিতামাতা কর্তৃক সন্তানদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া; আর এটা সম্ভব হয়ে উঠবে তাদেরকে উৎসাহ ও ধন্যবাদ দেওয়ার মাধ্যমে এবং তাদের জন্য দো‘আ করার মাধ্যমে।

আমি কোনো কোনো পিতামাতার ব্যাপারে জানি, যাকে ছেড়ে তার সন্তান-সন্তুতি ও নাতি-নাতনীগণ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না, অথচ তার বয়স একশ বছর পার হয়ে গেছে। কারণ, তারা তার সাথে অনেক বেশি উত্তম আচরণ করে এবং তার সেবায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যায়; বরং তারা এর দ্বারা মজা ও আনন্দ পায়।

আর আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দান করার পর তাদেরকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য যে কারণটি সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করে তা হল— এই পিতা তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে তাদের (সন্তানদের) উত্তম সাহায্যকারী, যেমন— তিনি তার সন্তানদেরকে ভালবাসেন, তাদের জন্য বেশি বেশি দো‘আ করেন, আগ্রহের সাথে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাদের প্রশংসা ও গুণ-গান করেন, তাদের মনে আনন্দ দেন এবং তাদেরকে তাদের সবচেয়ে প্রিয় নামে ডাকেন।

৯. সন্তান কর্তৃক তার নিজকে মাতাপিতার অবস্থানে রেখে চিন্তা করা:

হে ছেলে! আগামীতে যখন তুমি বার্ধক্যে উপনীত হবে, তোমার অস্থিমজ্জা দুর্বল হয়ে যাবে, চুল সাদা হয়ে যাবে এবং তুমি চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে যাবে, তখন যদি তোমার সন্তানদের কাছ থেকে তুমি দুর্ব্যবহার পাও, নিষ্ঠুর অবহেলার শিকার হও এবং স্পষ্ট অবজ্ঞার পাত্র হয়ে যাও, তাহলে কি তা তোমাকে আনন্দ দিবে?!

১০. সদ্ব্যবহারকারী ও অবাধ্য সন্তানদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করা:

কেননা, সদ্ব্যবহারকারীদের জীবনী আগ্রহ-উদ্দীপনাকে সতেজ ও তীক্ষ্ণ করবে, সংকল্প ও সিদ্ধান্তকে পবিত্র করবে এবং সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে।

আর অবাধ্য সন্তানদের জীবনী পাঠ এবং তাদের অর্জিত খারাপ পরিণতি অবাধ্য হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তাতে ঘৃণার জন্ম দিবে, সদ্ব্যবহারের দিকে আহ্বান করবে এবং তার ব্যাপারে আগ্রহ ও উৎসাহের জন্ম দিবে।

সদ্ব্যবহারের কিছু নমুনা কাহিনী

পূর্বে আমরা পিতামাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করেছি; আরও আলোচনা করেছি এমন সব আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে, আমাদের জন্য তাঁদের সাথে যেসব আদব রক্ষা করা যথাযথ ও একান্তভাবে কাম্য; আরও আলোচনা করেছি এমন সব উপায়, যেগুলো পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারে সহায়তা করে। সুতরাং এসব আদব রক্ষা করাটা আমাদের জন্য কতই না উপযুক্ত! আর ঐসব উপায় গ্রহণ করাটা আমাদের পক্ষে কতটাই না যথাযথ! ফলে আমরা অবশ্যই ঐসব পুণ্যবান ও ভাল মানুষের কাতারে শামিল হতে পারব, যাঁরা যখন তাঁদের রবকে ডাকে, তখন তিনি তাঁদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁরা যখন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তিনি তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন।

অতঃপর এ ব্যাপারে নবী ও রাসূলগণের মধ্যে এবং আমাদের আজকের দিন পর্যন্ত তাঁদেরকে যারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেছে তাদের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ; কেননা, তাঁরা পিতামাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রশ্নে অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মর্যাদাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সমুন্নত করেছেন এবং স্থায়ীভাবে তাঁদের স্মরণকে উন্নত করে রেখেছেন।

আপনার উদ্দেশ্যে নিম্নে এমন কতগুলো সুরভিত নমুনা বা দৃষ্টান্ত ও চমৎকার কাহিনী পেশ করা হল, যা তার সুগন্ধ ছড়াবে যুগ যুগ ধরে ঐসব পুণ্যবান ভাল মানুষের জন্য, যাদেরকে তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফীক দেওয়া হয়েছে; আশা করা যায় এসব দৃষ্টান্ত ও কাহিনী আমাদের প্রাণে উত্তম ও কল্যাণকর দিকগুলো আন্দোলিত করবে এবং সৎকর্ম ও (পিতামাতার) আনুগত্যের দিকে ধাবিত করবে।

নবীগণ কর্তৃক পিতামাতার প্রতি আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারের কিছু নমুনা:

১. এই তো আল্লাহর নবী নূহ ‘আলাইহিস্ সালাম।

তিনি তাঁর পিতামাতার সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য তার একটা নমুনা উপস্থাপন করেছেন; যেমন তিনি তাঁর পিতামাতার জন্য দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর (নূহ আ. এর) পক্ষ থেকে বলেছেন: “হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে।

২. তিনি হলেন একত্ববাদীদের নেতা ইবরাহীম।

যিনি তাঁর পিতাকে নির্মল নম্র ভাষায় ও দরদ ভরা কণ্ঠে সম্বোধন করেছেন তার হোদায়েত ও মুক্তির আশা নিয়ে এবং তার পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের আশঙ্কা নিয়ে; সুতরাং তিনি বলেন, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন;

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:
“আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইবরাহীমকে; তিনি তো ছিলেন এক সত্যনিষ্ঠ, নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, ‘হে আমার পিতা! আপনি তার ‘ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না?’ ‘হে আমার পিতা! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার কাছে আসেনি; কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। ‘হে আমার পিতা! শয়তানের ‘ইবাদাত করবেন না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। ‘হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।

তিনি এসব প্রভাব বিস্তারকারী কথামালা ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর পিতাকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, যা হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত পৌঁছায়।

এ কথাগুলো যদি তার হৃদয়কে কঠোর, শক্ত, আবরণযুক্ত ও কৃষ্ণ কালো অবস্থায় না পেত, তাহলে তা তাকে প্রভাবিত করত এবং তা তার হেদায়েত ও মুক্তির অন্যতম কারণ হতো।

৩.নবী ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম 'আলাইহিমাস্ সালাম,

যাঁকে দিয়ে মানবতার ইতিহাসে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; আর এটা হল— যখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর পিতা বললেন:

'হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কী বল?
অতঃপর এই সৎ ছেলেটি কী প্রতিউত্তর করেছিলেন? তিনি কি আমতা আমতা করেছিলেন, নাকি গড়িমসি করেছিলেন? তিনি কি দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছিলেন, নাকি বিলম্ব করেছিলেন? না, বরং তিনি বলেছেন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি বলেন:

"হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর স্বপ্নের মধ্যে দেখা বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করলেন, তখন তিনি তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন:
হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি রশি ও ছুরি নাও এবং চল ঐ পাহাড়ের গিরিপথে, আমরা সেখানে কাঠ সংগ্রহ করব; অতঃপর তিনি যখন তাঁকে নিয়ে 'ছাবীর' নামক গিরিপথে নির্জন এলাকায় পৌঁছলেন, তখন তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হওয়ার বিষয়ে তাঁকে অবহিত করলেন; অতঃপর যখন তিনি তাঁকে যবেহ্ করতে চাইলেন, তখন তিনি (ইসমা'ঈল আ.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আমার আব্বু! আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলুন যাতে আমি আপনার কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারি এবং আমার থেকে আপনি আপনার কাপড় গুটিয়ে নিন, যাতে তাতে কোনো রকম রক্ত লেগে না যায়, অতঃপর তা আমার মা তা দেখে ফেলে; আর আপনার ছুরিতে ভালভাবে ধার দিয়ে নিন এবং

আমার গলায় দ্রুত ছুরি চালিয়ে দিন, যাতে তা আমার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়; আর যখন আপনি আমার মায়ের নিকট ফিরে যাবেন, তখন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিবেন।

ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বললেন:
হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি কত উত্তম সাহায্যকারী! অতঃপর তিনি তাঁর নিকট এগিয়ে গেলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁরা দু'জনই কাঁদছেন; অতঃপর তিনি তাঁর গলার উপরে ছুরি চালালেন, কিন্তু ছুরি কাটতে পারল না; অতঃপর তিনি ছুরিতে দুইবার বা তিনবার পাথর দ্বারা ধার দিলেন, কিন্তু তার পরেও তা কাটতে ব্যর্থ হল; ঠিক এই মুহূর্তে ছেলে বলল: হে আমার আব্বাজান! আপনি আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন; কেননা, আপনি যদি আমার চেহারের দিকে নজর করেন, তাহলে আমার প্রতি আপনার মায়া হবে এবং আপনাকে এমন মায়া-মমতায় পেয়ে বসবে, যা আপনার ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে; আর আমিও ছুরির দিকে তাকাতে পারব না, যার ফলে আমি অস্থিরতা প্রকাশ করব; অতঃপর ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাই করলেন এবং তাঁর ঘাড়ে ছুরি চালিয়ে দিলেন, কিন্তু ছুরি ফিরে আসল এবং তাঁকে আহ্বান করা হল এই বলে:

"হে ইবরাহীম! আপনি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলেন!

৪. নবী 'ঈসা ইবন মারইয়াম।

যাঁর ব্যাপারে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুরভিত প্রশংসা ও উচ্চ মর্যাদার কথা এসেছে, আর তিনি তো দোলনায় থাকা অবস্থায় তাঁর মায়ের অনুগত ছিলেন; আর এটাই তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর দাসত্বের কথা ইঙ্গিত করে; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি বলেন:
"আর তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং আমাকে তিনি করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য।

পূর্ববর্তী কালের সৎ ব্যক্তিগণের পিতামাতার প্রতি আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারের কিছু নমুনা:

আমরা যখন পূর্ববর্তী কালের সৎ ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্তের দিকে নজর দিব, তখন আমরা এমন অনেক উজ্জ্বল পৃষ্ঠা দেখতে পাব, যেগুলো প্রমাণ করে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যপারে তারা কঠোরভাবে গুরুত্বারোপ করতেন; এসব ঘটনা প্রবাহের মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. উম্মু হানী বিনতে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা'র মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আবূ মুর্রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত:
"একদা তিনি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু'র সাথে বাহনে করে তাঁর ভূমি 'আকীকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তারপর যখন তিনি তাঁর ভূমিতে প্রবেশ করলেন, তখন উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললেন: হে মা! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক; তখন প্রতিত্তুরে তাঁর মা বললেন: তোমার উপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। এবার তিনি বললেন: আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ঠিক তেমনিভাবে রহম করুন, যেমনিভাবে আপনি ছোটকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন; অতঃপর মাতা বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও উত্তম পুরস্কার দান করুক এবং তোমার প্রতি তিনি তেমনি সন্তুষ্ট থাকুক, যেমন সদ্ব্যবহার তুমি আমার বৃদ্ধকালে আমার প্রতি করেছ।

২. আর এই তো আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা'র কথা, জনৈক বেদুঈন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হল। আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা তাকে সালাম দিলেন এবং যে গাধার উপর তিনি সওয়ার ছিলেন, তাকেও তাতে উঠিয়ে নিলেন; আর তাকে তাঁর মাথার পাগড়িটি দিয়ে দিলেন।

ইবনু দিনার রহ. বলেন: আমরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম: আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন, নিশ্চয় তারা বেদুঈন এবং তারা অল্প কিছু পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন:

“এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র বন্ধু ছিলেন; আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “সৎকাজগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় সৎকাজ হলো পিতার বন্ধুদের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৩. মুমিন জননী ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তারপর সেখানে আমি ক্বিরাত (আবৃতি) শুনতে পেলাম, অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই ব্যক্তি কে? তারা বলল: হারেছা ইবন নু‘মান; ভালকাজ এ রকমই! ভালকাজ এ রকমই! আর মানুষের মাঝে সে ছিল তার মাতার সাথে সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি।

৪. আবূ আবদির রাহমান রহ. থেকে ঘটনা বর্ণিত, তিনি বলেন: “কাহমাস ইবন হাসান ঘরের মধ্যে একটি বিচ্ছু দেখতে পেলেন; তিনি এটাকে হত্যা করতে অথবা ধরতে চাইল, কিন্তু এটা তাকে পিছনে ফেলে দিয়ে এক গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল; অতঃপর তিনি তাকে ধরার জন্য গর্তের মধ্যে তার হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তারপর বিচ্ছুটি তাকে দংশন করতে শুরু করল; অতঃপর তাকে বলা হল: তুমি কেন এটা করতে গেল? জবাবে সে বলল: আমি আশঙ্কা করেছি যে, গর্ত থেকে বিচ্ছুটি বের হবে, তারপর আমার মায়ের নিকট গিয়ে তাঁকে দংশন করবে।”

৫. আর এই তো আবূল হাসান ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র কথা, আর তিনি যাইনুল ‘আবেদীন নামেও পরিচিত; তিনি তাবে‘ঈদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তিনি তাঁর মায়ের সাথে বেশি বেশি ভাল ব্যবহার করতেন, এমনকি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হত: নিশ্চয় আপনি আপনার মায়ের সাথে সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারকারী মানুষ; আর আমরা আপনাকে আপনার মায়ের সাথে খেতে দেখি না; তখন তিনি বলেন: “আমি আশঙ্কা করি যে, আমার হাত এমন খাদ্য বস্তুর দিকে চলে যাবে, যার দিকে পূর্ব থেকেই তাঁর (আমার মায়ের) পছন্দের চোখ পড়ে আছে, ফলে আমি তাঁর অবাধ্য সন্তানে পরিণত হব।

৬. হিশাম ইবন হাস্সান বলেন: “হাফসা বিনতে সিরীন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবন সিরীনের মা ছিলেন হিজাযী নারী; বিভিন্ন রঙ তাকে মুগ্ধ করত; আর মুহাম্মাদ যখন তার জন্য কাপড় ক্রয় করতেন, তখন তিনি যথাসম্ভব উজ্জ্বল রঙের কাপড় ক্রয় করতেন; অতঃপর যখন ঈদ আসত, তখন তার কাপড়গুলো রঙ করে দিতেন; আর আমি কখনও তাকে তার মায়ের সাথে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে দেখিনি, তিনি যখন তার সাথে কথা বলতেন, তখন তিনি ঐ ব্যক্তির ন্যায় কথা বলতেন, যার কথা কান পেতে শুনতে হয়।

সিরীনের বংশের কেউ কেউ বলেন: “আমি কখনও মুহাম্মাদ ইবন সিরীনকে তার মায়ের সাথে বিনম্র না হয়ে কথা বলতে দেখিনি।”

ইবনু ‘আউন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: “মুহাম্মাদ ইবন সিরীন যখন তাঁর মায়ের কাছে অবস্থান করতেন, তখন যদি কোনো ব্যক্তি তাকে দেখতেন, তখন তার নিকটে তার নিম্নস্বরে কথা বলার কারণে তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি মনে হয় অসুস্থ।

ইবনু ‘আউন আরও বলেন: “এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন সিরীনের নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের নিকট অবস্থান করছেন; অতঃপর সেই লোকটি বলল: মুহাম্মাদের একি অবস্থা? তিনি কোনো কষ্টে আছেন নাকি? উপস্থিত লোকজন বলল: না; বরং তিনি তাঁর মায়ের নিকট এভাবেই থাকেন।

৭. জা‘ফর ইবন সুলাইমান রহ. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন যে, “তিনি তার গাল (গণ্ডদেশ) যমীনের উপর রাখতেন, অতঃপর তিনি তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: আপনি উঠুন, আপনার পা আমার গালের উপর রাখুন।

৮. ইবনু ‘আউন আল-মুযানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন, অতঃপর তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন, কিন্তু এতে তাঁর মায়ের আওয়াজের চেয়ে তাঁর গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল; ফলে তিনি দু’টি গোলাম আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন।

৯. আর ওমর ইবন যরকে বলা হল: “আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বলেন: আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।

১০. সালেহ আল-‘আব্বাসী একবার খলীফা আল-মানসুরের মাজলিসে হাযির হলেন এবং তাকে হাদিস শুনাচ্ছিলেন, আর তিনি তার কথায় বেশি বেশি বলতে লাগলেন: আমার পিতা, তাঁর প্রতি আল্লাহ রহম করুন, তখন রবী‘ তাকে উদ্দেশ্য করে বলল: তুমি আমীরুল মুমিনীনের সামনে তোমার বাপের ব্যাপারে এত বেশি বেশি ‘রহমত’-এর বিষয়টি প্রকাশ করো না। তখন তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে তিরস্কার করব না; কারণ, তুমি তো পিতার মজা উপভোগ করনি। অতঃপর খলিফা আল-মানসুর মুসকি হাসলেন এবং বললেন: যে ব্যক্তি বনু হাশিমের মুখোমুখি হবে, এটাই তার পুরস্কার।

১১. আর পিতামাতার প্রতি অনুগত ও সদ্ব্যবহারকারীগণের অন্যতম একজন হলেন মুহাদ্দিস বুন্দার; তাঁর ব্যাপারে যাহাবী রহ. বলেন: “তিনি বসরার হাদিস সংকলন করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অনুগত থাকার কারণে কোনো সফর করেন নি।

আবদুল্লাহ ইবন জা‘ফর ইবন খাকান আল-মাররুযী বলেন: “আমি বুন্দারকে বলতে শুনেছি: আমি জ্ঞান অনুসন্ধানে বের হতে বা সফর করার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু আমার মা আমাকে নিষেধ করলেন, আমি তার আনুগত্য করলাম, ফলে সে ব্যাপারে আমার বরকত হয়েছে।

১২. আর আসমা‘য়ী বলেন: আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর

তার পিছনে চামরার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম: তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে না? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে: তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি (তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল: চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হল সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: ওনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম: এই হল আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।

১৩. ত্বলক ইবন হাবীব আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও আলেমগণের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন; তিনি তাঁর মায়ের মাথায় চুম্বন করতেন; আর তাঁর মা ঘরের নীচে অবস্থান করা অবস্থায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তিনি কখনও ঘরের ছাদের উপর হাঁটতেন না।

১৪. ‘আমের ইবন আবদিল্লাহ ইবন যুবায়ের রহ. বলেন: “আমার পিতা মারা গেছেন, আর আমি পরিপূর্ণ এক বছর আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। আর আমাদের শেষ ধ্বনি হবে: ‘সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য’; আর আল্লাহ তা‘আলা সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সঙ্গী-সাথীর উপর।

কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য

পিতা-মাতা মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। তাঁদের পরিশ্রম, ত্যাগ ও স্নেহের বিনিময়ে সন্তান বড় হয়ে সমাজে নিজের স্থান তৈরি করে। তাই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কে ইসলামে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা জানা ও মানা প্রতিটি সন্তানের জন্য অপরিহার্য।

১.পিতা মাতার প্রতিদান

পিতা মাতা যে কষ্ট করে সন্তান লালনপালন করেন,তার প্রতিদান কেউ দিতে পারে না।এমন কি মায়ের এক ফোটা দুধের ঋন পরিশোধ করা অসম্ভব। গর্ভকালীন একটি দীর্ঘ শ্বাসের বিনিময়েও কোনো সন্তান দিতে পারবে না।,কিন্তু ভালোর প্রতিদান ভালো কাজ দিয়ে হওয়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন,هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّاالْإِحْسَنَ ُ ،উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কি হতে পারে?
(আর রহমান-৬০)

দাসত্ব বরণকারী পিতাকে মুক্ত করলেও পিতামাতার অধিকার আদায় হবে না।যেমন হাদিসে এসেছে,
আবু হুরায়রা (রাঃ)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,রাসূল (সাঃ) বলেছেন,সন্তানের পক্ষে তার পিতাকে প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নেয়।তবে সে তাকে দাসরুপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্ব মুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান পেতে পারে।
(মুসলিম)

২.পিতামাতার মাঝে দ্বন্দ্ব লাগলে সন্তানের করনীয়

পিতামাতা সন্তানের নিকট সমমর্যাদার অধিকারী।যদিও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মা অগ্রাধীকার যোগ্য।বর্তমান অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় পিতা মাতার মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই থাকে,এমনকি তারা সন্তানের সামনে উচ্চ ভাষায় পরস্পরকে

গালিগালাজ করে এবং হাতাহাতিও করে।আর এর কারণ হলো শয়তান স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে খুব খুশী হয়,

পিতামাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব সন্তানের মানসিক ও আবেগগত শান্তির ওপর প্রভাব ফেলে। সন্তানের দায়িত্ব হলো পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে সহায়ক হওয়া, কোনো পক্ষপাত বা বিরোধ তৈরি না করা এবং উভয়ের সম্মান বজায় রাখা।

করণীয়:

১.নিরপেক্ষ থাকা: কোনো পক্ষের সঙ্গে অন্যায়ভাবে সম্পৃক্ত না হওয়া, উভয়কেই সমানভাবে সম্মান দেওয়া।

২.মধ্যস্থতা করা: যদি সম্ভব হয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মধুযস্থতা করার চেষ্টা করা।

৩.ভদ্র ভাষা ও আচরণ: কথায় ও আচরণে কদর, বিনয় ও ধৈর্য বজায় রাখা।

৪.প্রার্থনা ও সদা সহায়তা: আল্লাহর কাছে পরিবারে শান্তি ও সমঝোতার জন্য দোয়া করা।

৫.কোনো অপমান বা বিতর্কে অংশ না নেওয়া: পিতামাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলাকালীন কোনো নেতিবাচক মন্তব্য বা দ্বন্দ্বকে বাড়ানো থেকে বিরত থাকা।

সন্তানের দায়িত্ব হলো সমঝোতা, ধৈর্য ও ভদ্রতা বজায় রেখে পারিবারিক শান্তি ও সম্মান রক্ষা করা।

৩.শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবা করার বিধান

ইসলামে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির প্রতি সেবা ও শ্রদ্ধাশীল আচরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা যে বয়সে সন্তানের সঙ্গী হিসেবে এসেছে, সেই সময় থেকে তারা অভিজ্ঞতা ও জীবনের গাইড হিসেবে পরিবারের অংশ। ইসলামী বিধান অনুসারে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সম্মান বজায় রাখা সন্তানের জন্য ফরজের মধ্যে পড়ে।

বিধান ও দিকনির্দেশনা:

১.সম্মান ও ভদ্র আচরণ: শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সাথে কথা বলার সময়ে ভদ্রতা, নম্রতা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

২.সেবা ও সাহায্য করা: তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সাহায্য করা, যেমন খাবার পরিবেশন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া, বা অন্য যে কোনো সহায়তা।
৩.কোনো অপমান বা বিরক্তি না দেওয়া: তাদের প্রতি কোনো রকম অবমাননা, রাগ বা উত্তেজনা প্রকাশ করা চলবে না।
৪.পরামর্শ ও দোয়া: তাদের সুস্থতা, শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া করা, এবং তাদের উপদেশ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা।
মধ্যস্থতা ও শান্তি বজায় রাখা: পরিবারের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব থাকে, সন্তান হিসেবে শান্তি রক্ষা ও সমঝোতায় ভূমিকা রাখা। শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সেবা ও শ্রদ্ধা ইসলামে সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটি শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথও বটে।

৪.পিতামাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান

ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের সম্মান ও শ্রদ্ধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, পিতামাতার আদেশ সব সময়ই অবাধভাবে মানা হবে না, বিশেষ করে যদি তা ইসলামের নীতির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়। “স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার” মতো বিষয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও ইসলামের আইন অনুসারে আসে।
বিধান ও দিকনির্দেশনা:
১.পিতামাতার আদেশ মানা উচিত, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে: যদি পিতামাতা অনুরোধ বা পরামর্শ দেন, সেটি নৈতিক ও ইসলামী পরিপন্থী হলে সন্তানের জন্য তা মানা বাধ্যতামূলক নয়।
২.তালাক ইসলামের বিধান অনুযায়ী হতে হবে: ইসলামে তালাক দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট শর্ত, ন্যায্য কারণ ও যথাযথ প্রক্রিয়া রয়েছে। পিতামাতার চাপের কারণে অবৈধ বা অন্যায়ের মাধ্যমে তালাক দেওয়া অনুমোদিত নয়।
৩.সমঝোতা ও সালাহ পরামর্শ: সন্তানের উচিত পিতামাতার সঙ্গে বিনম্রভাবে আলোচনা করা, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা এবং কোনো চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আল্লাহর বিধান মেনে পরামর্শ নেওয়া।
৪.আল্লাহভীতির প্রাধান্য: সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সর্বোচ্চ প্রাধান্য ইসলামিক নীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি রাখা জরুরি।

পিতামাতার আদেশ সবসময়ই আনুগত্যের কারণ হতে পারে, কিন্তু কোনো অবৈধ বা অন্যায় আদেশ ইসলাম অনুসারে মানা বাধ্যতামূলক নয়। তালাকের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইসলামী বিধান মেনে চলা জরুরি।

৫.অমুসলিম পিতামাতাকে দান

অমুসলিম পিতামাতার জন্য সন্তানের খরচ সম্পর্কিত বিষয়টি ইসলামিক বিধান অনুযায়ী কিছুটা স্পষ্ট এবং কিছুটা সূক্ষ্ম। সংক্ষেপে বলতে গেলে:

১.সন্তানের ওপর বাধ্যবাধকতা: ইসলাম সন্তানকে নির্দেশ করে যে সে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ বজায় রাখুক। তবে, যদি পিতামাতা অমুসলিম হন, তাহলে তাদের ইসলামের ধারায় খাওয়া-দাওয়া বা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধতা সীমিত।

২.খরচ দেওয়া: ইসলাম অনুসারে, সন্তানকে মুসলিম পিতামাতার মতো খরচ করার বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ অমুসলিম পিতামাতাকে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া ফরজ নয়।

৩.ভদ্রতা ও সদাচরণ: সন্তানের জন্য উচিৎ ভদ্রতা, সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করা, আলাপচারিতা ভালো রাখা। অর্থাৎ খরচ বা সরাসরি সাহায্য না করতে পারলেও, মর্যাদা ও সদাচরণ বজায় রাখা প্রয়োজন।

অমুসলিম পিতামাতার জন্য খরচ দেওয়া ফরজ নয়, কিন্তু সদাচরণ ও সম্মান দেখানো উত্তম।

কুরআনের নির্দেশ:

কুরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ দিয়েছে:

“আমার দায়িত্ব হল আল্লাহর প্রতি ইমান আনা। কিন্তু তোমাদের পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করো, যদি তারা তোমাকে স্বীয় ধর্মের জন্য বাধ্য করে।”

(সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)

এখান থেকে বোঝা যায় যে, সন্তানের জন্য ইসলামী ধর্মীয় দায়িত্ব মূলত আল্লাহর প্রতি ইমান রাখা। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু অর্থাৎ খরচ বা সরাসরি সাহায্য ইসলামী দৃষ্টিতে ফরজ নয় যদি তারা অমুসলিম হয়।

হাদিসের নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

“তোমাদের পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করো, এমনকি তারা তোমার প্রতি অন্য ধর্মের অনুগামী হলেও।”

(সহীহ মুসলিম)

হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, অমুসলিম পিতামাতার প্রতি সম্মান, ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করা উচিত, কিন্তু খরচ বা ইসলামিক সাহায্য দেওয়া ফরজ নয়।

ভদ্রতা ও সম্মান দেখানো, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ তাদের জীবনের খরচ সন্তানের ওপর ফরজ নয়।

সন্তানের সদাচরণ কখনও কখনও পিতামাতার মন নরম করতে পারে এবং তারা ইসলাম গ্রহণের দিকে আগ্রহী হতে পারে।

অমুসলিম পিতামাতার জন্য খরচ দেওয়া ফরজ নয়।

তবে সদাচরণ, সম্মান ও ভদ্রতা দেখানো উত্তম

৬অমুসলিম পিতামাতার হেদায়েতের জন্য দোয়া

কুরআন থেকে নির্দেশ:

কুরআন এই দোয়ার প্রয়োজনে উৎসাহ দেয়:

“তোমরা বলো, ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামাতাকে, যারা আমাদের পূর্ববর্তী ছিলেন, মাফ কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই দয়ালু, সবচেয়ে দয়ালু।’”

(সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৬০)

এখান থেকে বোঝা যায়, সন্তানের দোয়া পিতামাতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তারা মুসলিম না হলেও।

হাদিসের নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে, সে কখনো ব্যর্থ হয় না।”

(সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

হাদিসটি স্পষ্ট করে দেয় যে, পিতামাতার হেদায়েতের জন্য সন্তানের দোয়া অত্যন্ত কার্যকর।

দোয়ার উদাহরণ:

অমুসলিম পিতামাতার জন্য নিম্নলিখিত দোয়া বলা যায়:

“হে আল্লাহ! আমার পিতামাতাকে হেদায়েত দান কর। তাদেরকে আল্লাহর পথে চলার দিক প্রদর্শন কর। তাদেরকে নিরাপদ ও রহমতপূর্ণ রাখ। আমাকে তাদের প্রতি সদাচরণ ও ভালোবাসা প্রদর্শনের শক্তি দান কর।”

আরেকটি সংক্ষিপ্ত দোয়া:

“রব্বানা, আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামাতাকে ন্যায়পথে পরিচালিত কর।” (সূরা আল-আনআম :১৬১)

ব্যবহারিক পরামর্শ:

.প্রতিদিন সালাতের পরে বা রাতের দিকে দোয়া করা।

.সদাচরণ এবং ভদ্রতা প্রদর্শনের সাথে সাথে দোয়া চালিয়ে যাওয়া।

.ধৈর্য ও ভালোবাসার সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

অমুসলিম পিতামাতার জন্য দোয়া ফরজ নয়, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুপ্রশংসিত কাজ।

দোয়ার মাধ্যমে সন্তানের আন্তরিকতা ও ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা হয়।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বশীলতা ও সমাজে প্রভাব

পিতামাতা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম অভিভাবক এবং সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাঁদের ত্যাগ, পরিশ্রম ও দিকনির্দেশনার ফলেই সন্তান মানুষ হয়, সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করে। তাই সন্তান যখন পিতামাতার প্রতি দায়িত্বশীল হয়, তখন তা শুধু পারিবারিক সম্পর্কেই প্রভাব ফেলে না, বরং সমগ্র সমাজের নৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করে তোলে। দায়িত্বশীল সন্তানই একটি সভ্য, মানবিক ও ন্যায়ের সমাজ গঠনের মূলভিত্তি।

১.দায়িত্বশীল সন্তানের পরিচয়

দায়িত্বশীল সন্তান সে, যে পিতামাতার কষ্ট বোঝে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে, তাঁদের কথায় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে। ইসলামে সন্তানের দায়িত্বশীলতাকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন, তুমি তাঁকে ছাড়া কাউকে ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।”

(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু মানবিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার ইবাদত। দায়িত্বশীল সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পিতামাতার সেবা করে।

২.পরিবারে দায়িত্বশীলতার প্রভাব

যখন কোনো পরিবারে সন্তানরা পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হয়, তখন সেই পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি হয়। পিতামাতা আশ্বস্ত থাকেন যে তাঁদের ত্যাগ বৃথা যায়নি, সন্তানরাও তাঁদের দোয়া ও পরামর্শে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।

দায়িত্বশীল সন্তান কখনও পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না, বরং সে সবার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। ফলে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতির চর্চা বাড়ে।

৩.সমাজে দায়িত্বশীল সন্তানের প্রভাব

সমাজ অনেকগুলো পরিবারের সমষ্টি। তাই যদি পরিবারগুলো নৈতিকভাবে দৃঢ় হয়, সমাজও তেমনি উন্নত হয়। দায়িত্বশীল সন্তানরা যখন সমাজে কাজ করে, তারা অন্যদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করে, বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করে, ছোটদের প্রতি মমতাশীল হয়।

এদের মাধ্যমে সমাজে মানবিকতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিপরীতে, যদি সন্তানরা দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে, তবে সমাজে অশান্তি, অবাধ্যতা ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটে।

৪.দায়িত্বশীলতার অভাবে সমাজে যে সংকট

আজকের আধুনিক যুগে অনেক সময় দেখা যায়, সন্তানরা নিজেদের সাফল্য, ক্যারিয়ার ও ভোগবিলাসে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে পিতামাতাকে ভুলে যায়। বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের অবহেলা করা, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো—এসব চিত্র সমাজে বেড়ে চলেছে।

এর ফলাফল খুবই ভয়াবহ—মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে, পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে, সমাজে একাকিত্ব ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একসময় যে সন্তান তার পিতামাতাকে অবহেলা করেছে, পরবর্তীতে তার সন্তানের কাছ থেকেও একই আচরণ পায়। এটি এক প্রকার সামাজিক প্রতিক্রিয়া, যা পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৫.দায়িত্বশীল সন্তানের মাধ্যমে সমাজের পুনর্জাগরণ

দায়িত্বশীল সন্তানেরা সমাজে নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তারা নিজেদের পরিবারে যেমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সংস্কৃতি গড়ে তোলে, তেমনি সমাজে অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে।

এদের মধ্যে বিনয়, কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের গুণ বিকশিত হয়। ফলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, দুর্নীতি ও অবক্ষয় কমে আসে, মানুষ মানুষকে সম্মান করতে শেখে।

৬.ইসলামি দৃষ্টিতে দায়িত্বশীলতার প্রতিদান

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—

"পিতা-মাতা উভয়ের সন্তুষ্টিতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর উভয়ের অসন্তুষ্টিতেই রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"

(তিরমিজি, ইবনু মাজাহ)

অর্থাৎ, যে সন্তান দায়িত্বশীল হয়ে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরকতময় করে দেন। দায়িত্বশীলতার প্রতিদান শুধু পারিবারিক সুখেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর রহমতের দ্বার খুলে দেয়।

উপসংহার

সন্তানের দায়িত্বশীলতা শুধু একটি পরিবারের নয়, সমগ্র সমাজের কল্যাণের চাবিকাঠি। পিতামাতার সেবা, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি।

তাই প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য—নিজের পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, এবং অন্যদেরকেও এই পথের দিকে আহ্বান করা।

একজন দায়িত্বশীল সন্তানই পারে সমাজকে আলোকিত করতে, মানবিকতাকে ফিরিয়ে আনতে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভালোবাসার শিকড়কে শক্ত করে তুলতে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

পিতা-মাতা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

তাদের ত্যাগ, ভালোবাসা ও পরিশ্রমের কোনো তুলনা নেই। তারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, লালন-পালন করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েছেন।

সন্তান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো এই অনন্য দায়িত্বকে যত্নসহকারে পালন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শেষ বার্তা ইনশাআল্লাহ:

১.সদ্ব্যবহার: সদা নম্র, ভদ্র এবং বিনম্র আচরণ করুন।

২.সেবা ও সহায়তা: বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ যত্ন নিন, দৈনন্দিন সাহায্য করুন।

৩.দোয়া ও স্মরণ: জীবিত থাকাকালীন এবং মৃত্যুর পরেও পিতা-মাতার জন্য দোয়া করুন।

সময় ও মনোযোগ: ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত সময় দিন।

আর্থিক সহযোগিতা: প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করুন।

৪.নৈতিক শিক্ষা: নিজেকে শিক্ষিত ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী করুন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: ছোট ছোট কাজ ও ভালো আচরণের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা দেখান।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করলে আমাদের জীবন হয়ে যায় শান্তিপূর্ণ, সুখময় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন:

“পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।”

(তিরমিযি)

অতএব, ইনশাআল্লাহ আমরা সকলে সচেষ্ট থাকব, পিতা-মাতার সম্মান ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তাদের প্রতি ভালোবাসা, দোয়া এবং সেবা জীবনকে আলোকিত করে।

শেষে বলা যায়:

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা কেবল নৈতিক কর্তব্য নয়, এটি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতার চাবিকাঠি।

যে সন্তান এই দায়িত্ব পালন করে, সে শুধু পরিবার নয়, পুরো সমাজে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।